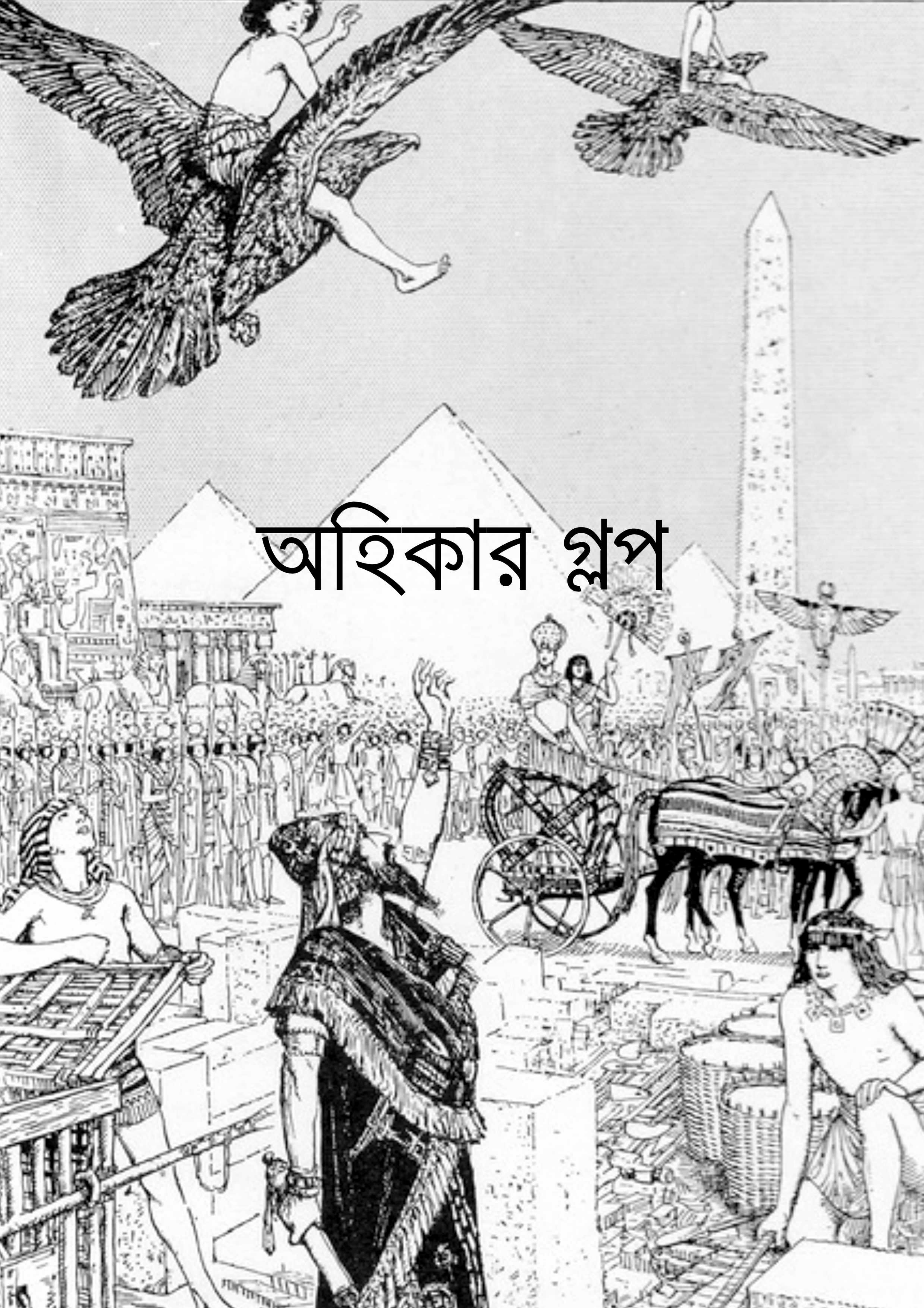
অহিকার গল্প



ভূমিকা

মানুষের চিন্তা ও প্রজ্ঞার সবচেয়ে প্রাচীন উৎসগুলোর একটি দ্য স্টোরি অফ অহিকারে আমাদের আছে। কোরান এবং ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেন্ট সহ অনেক লোকের কিংবদন্তির মাধ্যমে এর প্রভাব সনাক্ত করা যায়।

জার্মানির ট্রেভসে পাওয়া একটি মোজাইক, বিশ্বের জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে অহিকার চরিত্রের চিত্রিত। এখানে তার রঙিন গল্প।

এই গল্পের তারিখটি প্রাণবন্ত আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। এলিফ্যান্টাইনের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে 500 খ্রিস্টপূর্বাব্দের একটি আরামাইক প্যাপিরাসে আসল গল্পটি উত্থাপিত হওয়ার মাধ্যমে পণ্ডিতরা শেষ পর্যন্ত প্রথম শতাব্দীর বিষয়ে এটিকে নামিয়ে দিয়েছিলেন।

গল্পটি স্পষ্টতই কাল্পনিক এবং ইতিহাস নয়। আসলে পাঠক দ্য অ্যারাবিয়ান নাইটসের পরিপূরক পাতায় এর পরিচিতি করতে পারেন। এটি চমত্কারভাবে লেখা হয়েছে, এবং আখ্যান যা কর্ম, ষড়যন্ত্র এবং সংকীর্ণ পলায়নে পূর্ণ তা শেষ পর্যন্ত মনোযোগ ধরে রাখে। কল্পনার স্বাধীনতা লেখকের সবচেয়ে মূল্যবান অধিকার।

লেখাটি চারটি পর্বে বিভক্ত: (1) আখ্যান; (2) শিক্ষা (হিতোপদেশের একটি উল্লেখযোগ্য সিরিজ); (3) মিশরের যাত্রা; (4) উপমা বা দৃষ্টান্ত (যার সাহায্যে অহিকার তার ভুল ভাতিজার শিক্ষা শেষ করে)।

অধ্যায় 1

অ্যাসিরিয়ার গ্র্যান্ড ভিজিয়ার আহিকারের 60টি স্ত্রী আছে কিন্তু তার কোন ছেলে নেই। তাই সে তার ভাগ্নেকে দত্তক নেয়। তিনি তাকে রুটি এবং জলের চেয়ে জ্ঞান এবং জ্ঞানে পূর্ণ করেন।

1 জ্ঞানী হাইকারের গল্প, রাজা সেনাকেরিবের ভিজিয়ার এবং নাদান, হাইকার ঋষির বোনের ছেলে।

2 রাজা সনহেরীবের সময়ে একজন উজির ছিলেন, যিনি সারহাদুমের পুত্র, আসিরিয়ার রাজা এবং নিনেভের রাজা ছিলেন, হাইকার নামে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি ছিলেন রাজা সন্হেরীবের উজির।

3 তার ভাল, সৌভাগ্য এবং অনেক মাল ছিল, এবং তিনি দক্ষ, জ্ঞানী, একজন দার্শনিক, জ্ঞানে, মতামতে এবং সরকারে ছিলেন এবং তিনি ষাট জন মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন এবং তাদের প্রত্যেকের জন্য একটি দুর্গ তৈরি করেছিলেন।

4 কিন্তু এত কিছুর মধ্যেও তার কোন সন্তান হল না। এই মহিলাদের মধ্যে, যারা তার উত্তরাধিকারী হতে পারে।

5এতে তিনি খুবই দুঃখিত হলেন এবং একদিন তিনি জ্যোতিষী, পণ্ডিত ও জাদুকরদের একত্র করে তাদের কাছে তার অবস্থা এবং তার বন্ধ্যাত্বের বিষয়টি ব্যাখ্যা করলেন।

6 তারা তাঁকে বলল, 'যাও, দেবতাদের উদ্দেশে বলিদান কর এবং তাদের কাছে অনুরোধ কর যেন তারা তোমাকে একটি ছেলে দেয়।'

7 তারা তাঁকে যা বলেছিল, তিনি তা-ই করলেন এবং মূর্তিগুলোর উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করলেন এবং তাদের অনুরোধ ও অনুনয় বিনয় করলেন।

8 তারা তাঁকে এক কথারও উত্তর দিল না। এবং তিনি দুঃখিত ও বিষণ্ন হয়ে চলে গেলেন, হৃদয়ে ব্যথা নিয়ে চলে গেলেন।

9 এবং তিনি ফিরে এসে পরমেশ্বর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন, এবং বিশ্বাস করলেন, তাঁর হৃদয়ে জ্বলন্ত মিনতি করে বললেন, 'হে পরমেশ্বর ঈশ্বর, হে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, হে সমস্ত সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা!

10 আমি তোমার কাছে মিনতি করছি যেন তুমি আমাকে একটি ছেলে দাও, যাতে আমি তার দ্বারা সান্ত্বনা পেতে পারি যাতে সে আমার বাড়িতে উপস্থিত হতে পারে, সে আমার চোখ বন্ধ করতে পারে এবং সে আমাকে কবর দিতে পারে।'

11 তখন তাঁর কাছে একটি রব এলো, 'তুমি যেহেতু সর্বপ্রথম খোদাই করা মূর্তিগুলোর ওপর নির্ভর করেছ এবং সেগুলোর উদ্দেশে উৎসর্গ করেছ, সেজন্য তুমি সারাজীবন নিঃসন্তান থাকবে।

12 কিন্তু তোমার বোনের ছেলে নাদানকে নিয়ে যাও এবং তাকে তোমার সন্তান করো এবং তাকে তোমার শিক্ষা ও ভালো বংশবৃদ্ধি শেখাও এবং তোমার মৃত্যুতে সে তোমাকে কবর দেবে।'

13 তখন তিনি তাঁর বোনের ছেলে নাদানকে নিয়ে গেলেন, যেটি একটু স্তন্যপায়ী ছিল। আর তিনি তাকে আটজন ভেজা সেবিকার হাতে তুলে দিলেন, যেন তারা তাকে স্তন্যপান করে তুলে নিয়ে আসে।

14 এবং তারা তাকে ভাল খাবার, মৃদু প্রশিক্ষণ এবং রেশমী পোশাক এবং বেগুনি ও লাল রং দিয়ে লালন-পালন করল। এবং তিনি সিল্কের সোফায় বসে ছিলেন।

15 আর নাদান যখন বড় হয়ে উঠল এবং লম্বা এরস গাছের মতো ছুটে হাঁটতে লাগল, তখন তিনি তাকে ভাল আচার-ব্যবহার, লেখালেখি, বিজ্ঞান ও দর্শন শিখিয়েছিলেন।

16আর অনেক দিন পর রাজা সেনাহেরীব হাইকারের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে তিনি অনেক বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, এবং তিনি তাকে বললেন।

17 'হে আমার সম্মানিত বন্ধু, দক্ষ, বিশ্বস্ত, জ্ঞানী, গভর্নর, আমার সচিব, আমার উজির, আমার চ্যান্সেলর এবং পরিচালক; নিশ্চয়ই তুমি অনেক বৃদ্ধ হয়েছ এবং অনেক বছর ধরে ভারপ্রাপ্ত হয়েছ। এবং এই পৃথিবী থেকে আপনার প্রস্থান অবশ্যই নিকটবর্তী হবে.

18 তোমার পরে আমার সেবায় কার স্থান হবে বলো।' এবং হাইকার তাকে বললেন, 'হে মহারাজ, আপনার মাথা চিরকাল বেঁচে থাকুক! সেখানে নাদান আমার বোনের ছেলে, তাকে আমি আমার সন্তান বানিয়েছি।

19 এবং আমি তাকে লালনপালন করেছি এবং তাকে আমার প্রজ্ঞা ও জ্ঞান শিখিয়েছি।'
20 তখন রাজা তাকে বললেন, হে হাইকার! তাকে আমার সামনে নিয়ে আসুন, যাতে আমি তাকে দেখতে পারি এবং যদি আমি তাকে উপযুক্ত মনে করি তবে তাকে আপনার জায়গায় রাখুন। এবং আপনি আপনার পথে যেতে হবে, বিশ্রাম নিতে এবং আপনার বাকি জীবন মিষ্টি বিশ্রামে কাটাতে।'
21 তারপর হাইকার গিয়ে তার বোনের ছেলে নাদানকে হাজির করল। এবং তিনি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন এবং তাকে ক্ষমতা এবং সম্মান কামনা করেছিলেন।
22 এবং তিনি তার দিকে তাকালেন এবং তার প্রশংসা করলেন এবং তার প্রতি আনন্দিত হয়ে হাইকারকে বললেন, 'হে হাইকার, এটা কি তোমার ছেলে? দোয়া করি আল্লাহ যেন তাকে হেফাজত করেন। এবং আপনি যেমন আমার এবং আমার পিতা সারহাদুমের সেবা করেছেন, তেমনি আপনার এই ছেলেটি আমার সেবা করুক এবং আমার উদ্যোগ, আমার প্রয়োজন এবং আমার ব্যবসা পূরণ করুক, যাতে আমি তাকে সম্মান করতে পারি এবং আপনার জন্য তাকে শক্তিশালী করতে পারি।'
23 এবং হাইকার রাজাকে প্রণাম করে বললেন, 'হে আমার প্রভু মহারাজ, আপনার মাথা চিরকাল বেঁচে থাকুক! আমি আপনার কাছে চাই যে আপনি আমার ছেলে নাদানের সাথে ধৈর্য ধরুন এবং তার ভুলগুলি ক্ষমা করুন যাতে সে আপনার উপযুক্ত হিসাবে সেবা করতে পারে।'
24 তারপর রাজা তার কাছে শপথ করলেন যে তিনি তাকে তার প্রিয়তমদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তার বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী করে তুলবেন এবং সমস্ত সম্মান ও সম্মানের সাথে তার সাথে থাকবেন। এবং তার হাতে চুম্বন করে তাকে বিদায় জানান।
25 আর তিনি নাদানকে নিয়ে গেলেন। তার বোনের ছেলে তার সাথে এবং তাকে একটি পার্লারে বসালেন এবং তাকে দিনরাত শিক্ষা দিতে লাগলেন যতক্ষণ না তিনি তাকে রুটি এবং জলের চেয়ে জ্ঞান এবং জ্ঞান দিয়েছিলেন।

অধ্যায় 2

প্রাচীন দিনের একটি "দরিদ্র রিচার্ডস অ্যালমানাক"। অর্থ, নারী, পোশাক, ব্যবসা, বন্ধু-বান্ধব সম্পর্কে মানুষের আচরণের অমর নীতিমালা। বিশেষ করে আকর্ষণীয় প্রবাদগুলি 12, 17, 23, 37, 45, 47 শ্লোকগুলিতে পাওয়া যায়৷ আজকের কিছু নিন্দুকের সাথে 63 নং আয়াতের তুলনা করুন৷
1 এভাবে তিনি তাকে শিক্ষা দিলেন, বললেন, হে বৎস! আমার বক্তৃতা শুনুন এবং আমার উপদেশ অনুসরণ করুন এবং আমি যা বলি তা মনে রাখবেন।
2 হে আমার পুত্র! যদি আপনি একটি শব্দ শোনেন তবে তা আপনার হৃদয়ে মরে যাক এবং অন্যের কাছে তা প্রকাশ করবেন না, পাছে এটি একটি জীবন্ত কয়লা হয়ে আপনার জিহ্বাকে পুড়িয়ে ফেলবে এবং আপনার শরীরে ব্যথা সৃষ্টি করবে এবং আপনি তিরস্কার পাবেন এবং ঈশ্বরের সামনে লজ্জিত হবেন এবং মানুষ.
3 হে আমার পুত্র! যদি আপনি একটি রিপোর্ট শুনে থাকেন, এটা ছড়িয়ে না; এবং যদি আপনি কিছু দেখে থাকেন তবে তা বলবেন না।
4 হে আমার পুত্র! আপনার বাগ্মীতাকে শ্রোতার কাছে সহজ করুন এবং উত্তর দিতে তাড়াহুড়ো করবেন না।
5 হে বৎস! যখন তুমি কিছু শুনেছ, তখন তা লুকাবে না।
6হে আমার পুত্র! একটি সীলমোহর করা গিঁটটি খুলবেন না, বা এটি খুলবেন না, এবং একটি ঢিলা গিঁট বন্ধ করবেন না।
7 হে আমার পুত্র! বাহ্যিক সৌন্দর্যের লোভ করো না, কারণ এটি ক্ষয় হয়ে যায় এবং চলে যায়, কিন্তু একটি সম্মানজনক স্মরণ চিরকাল স্থায়ী হয়।
8 হে বৎস! একজন মূর্খ নারী যেন তার কথায় তোমাকে প্রতারিত না করে, পাছে তুমি মৃত্যুতে সবচেয়ে দুঃখী হয়ে মারা যাবে, এবং সে তোমাকে জালে আটকে রাখবে যতক্ষণ না তুমি ফাঁদে পা নাও।
9হে আমার পুত্র! পোষাক এবং মলম দ্বারা শয্যাবিশিষ্ট একজন মহিলাকে কামনা করবেন না, যে তার আত্মায় ঘৃণ্য এবং মূর্খ। হায় তোমার যদি তুমি তাকে তোমার যা কিছু দান করো, অথবা তোমার হাতে যা তাকে দিয়ে দাও এবং সে তোমাকে পাপে প্রলুব্ধ করে, এবং ঈশ্বর তোমার প্রতি ক্রোধিত হন।
10 হে বৎস! বাদাম গাছের মতো হয়ো না, কারণ এটি সমস্ত গাছের আগে পাতা এবং সবার পরে ভোজ্য ফল দেয়, তবে তুঁত গাছের মতো হও, যে সমস্ত গাছের আগে ভোজ্য ফল দেয় এবং সবার পরে পাতা দেয়।
11 হে বৎস! আপনার মাথা নিচু করুন, আপনার কণ্ঠস্বর নরম করুন, এবং বিনয়ী হোন, এবং সরল পথে চলুন এবং বোকা হবেন না। এবং যখন আপনি হাসেন তখন আপনার আওয়াজ বাড়াবেন না কারণ যদি উচ্চস্বরে একটি বাড়ি তৈরি করা হত, গাধাটি প্রতিদিন অনেকগুলি ঘর তৈরি করবে; আর যদি শক্তির জোরে লাঙ্গল চালিত হত, তবে লাঙ্গল কখনই উটের কাঁধের নিচ থেকে সরানো হত না।
12 হে পুত্র! একজন জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে পাথর অপসারণ একজন দুঃখিত মানুষের সাথে মদ পান করার চেয়ে উত্তম।
13 হে বৎস! ধার্মিকদের সমাধিতে তোমার দ্রাক্ষারস ঢেলে দাও এবং অজ্ঞ, তুচ্ছ লোকদের সাথে পান করো না।
14 হে বৎস! জ্ঞানীদের সাথে আঁকড়ে ধর যারা ঈশ্বরকে ভয় করে এবং তাদের মত হয় এবং অজ্ঞদের কাছে যেও না, পাছে তুমি তার মত হয়ে যাবে এবং তার পথ শিখবে।
15 হে বৎস! যখন আপনি আপনার একজন কমরেড বা একটি বন্ধু আছে, তাকে চেষ্টা করুন, এবং পরে তাকে একটি কমরেড এবং একটি বন্ধু হিসাবে; এবং বিনা বিচারে তার প্রশংসা করবেন না; এবং জ্ঞানের অভাব এমন লোকের সাথে আপনার কথা নষ্ট করবেন না।

16 হে বৎস! যখন জুতা তোমার পায়ে থাকে, তখন কাঁটার উপর দিয়ে হাঁট, এবং তোমার ছেলে, তোমার পরিবার এবং তোমার সন্তানদের জন্য একটি রাস্তা তৈরি কর, এবং সমুদ্রে যাওয়ার আগে এবং তার ঢেউ ও ডুবে যাওয়ার আগে তোমার জাহাজকে টানটান করে দাও এবং সে পারবে না। সংরক্ষিত.

17 হে বৎস! যদি ধনী লোক সাপ খায়, তবে তারা বলে, - "এটি তার বুদ্ধির দ্বারা," এবং যদি একটি দরিদ্র লোক এটি খায়, লোকেরা বলে "তার ক্ষুধা থেকে।"

18 হে বৎস! সে তোমার প্রতিদিনের রুটি এবং তোমার জিনিসপত্রে সন্তুষ্ট থাকে এবং অন্যের জিনিসের লোভ করে না।

19 হে বৎস! মূর্খের প্রতিবেশী হবেন না, তার সাথে রুটি খাবেন না, এবং প্রতিবেশীর বিপদে আনন্দ করবেন না। যদি তোমার শত্রু তোমার প্রতি অন্যায় করে, তাকে দয়া দেখাও।

20 হে বৎস! যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তুমি তাকে ভয় কর এবং তাকে সম্মান কর।

21 হে বৎস! অজ্ঞ লোক পড়ে হোঁচট খায়, জ্ঞানী লোক হোঁচট খেলেও নড়ে না, পড়ে গেলেও তাড়াতাড়ি উঠে যায়, আর অসুস্থ হলে সে তার জীবনের যত্ন নিতে পারে। কিন্তু অজ্ঞ, মূর্খ মানুষের জন্য, তার রোগের জন্য কোন ওষুধ নেই।

22 হে বৎস! যদি কোন ব্যক্তি তোমার কাছে আসে যে তোমার চেয়ে নিকৃষ্ট, তার সাথে সাক্ষাতের জন্য এগিয়ে যাও এবং দাঁড়িয়ে থাক, এবং যদি সে তোমাকে প্রতিদান দিতে না পারে তবে তার পালনকর্তা তোমাকে তার প্রতিদান দেবেন।

23 হে বৎস! তোমার ছেলেকে মারতে রেহাই দিও না, কেননা তোমার ছেলের পান করা বাগানের সারের মতো, আর থলির মুখ বাঁধার মতো, পশুদের বাঁধার মতো, এবং দরজার ঠোঁটের মতো।

24 হে বৎস! তোমার ছেলেকে পাপাচার থেকে বিরত রাখো, এবং তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার আগে তাকে শিষ্টাচার শেখাও এবং লোকেদের মধ্যে তোমাকে অপমানিত করে এবং তুমি তোমার মাথা রাস্তায় এবং সমাবেশে ঝুলিয়ে রাখো এবং তার মন্দ কাজের জন্য তোমাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

25 হে বৎস! তোমার সামনের চামড়ার সাথে একটি মোটা ষাঁড় এবং তার খুরগুলির সাথে একটি বড় গাধা পাবে, এবং বড় শিংযুক্ত একটি বলদ পাবে না, কোন কৌশলী লোকের সাথে বন্ধুত্ব করবে না, কোন ঝগড়াটে দাস বা একজন চোর দাসী পাবে না, যা তুমি করেছ তার জন্য। তারা তাদের ধ্বংস করবে।

26 হে বৎস! তোমার পিতামাতা যেন তোমাকে অভিশাপ না দেয় এবং প্রভু তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। কারণ বলা হয়েছে, "যে তার পিতা বা মাতাকে তুচ্ছ করে, সে তাকে মৃত্যুতে মরুক (আমি বলতে চাচ্ছি পাপের মৃত্যু); এবং যে তার পিতামাতাকে সম্মান করে সে তার দিন ও জীবনকে দীর্ঘায়িত করবে এবং যা কিছু ভাল তা দেখতে পাবে। "

27 হে বৎস! অস্ত্র ছাড়া রাস্তায় হাঁটবেন না, কারণ আপনি জানেন না কখন শত্রু আপনার সাথে দেখা করতে পারে, যাতে আপনি তার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারেন।

28 হে বৎস! একটি খালি, পাতাহীন গাছের মত হয়ো না যেটি বৃদ্ধি পায় না, কিন্তু তার পাতা এবং তার ডাল দ্বারা আচ্ছাদিত একটি গাছের মত হও; যে পুরুষের স্ত্রী বা সন্তান নেই, সে পৃথিবীতে অসম্মানিত এবং তাদের দ্বারা ঘৃণা করা হয়, পাতাহীন ও ফলহীন গাছের মতো।

29 হে বৎস! রাস্তার ধারের ফলদায়ক গাছের মত হও, যার ফল পাশ দিয়ে যাওয়া সকলেই খায়, আর মরুভূমির পশুরা তার ছায়ায় বসে তার পাতা খায়।

30 হে বৎস! প্রতিটি ভেড়া যে তার পথ থেকে বিচরণ করে এবং তার সঙ্গীরা নেকড়েদের খাদ্য হয়ে ওঠে।

31 হে বৎস! "আমার প্রভু একজন মূর্খ এবং আমি জ্ঞানী" বলবেন না এবং অজ্ঞতা ও মূর্খতার কথা বলবেন না, পাছে আপনি তার কাছে তুচ্ছ হবেন।

32 হে বৎস! সেসব দাসদের একজন হবেন না, যাদেরকে তাদের প্রভু বলেন, আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাও, বরং তাদের একজন হও যাদেরকে তারা বলে, "আমাদের কাছে আসো এবং কাছে এসো।"

33 হে বৎস! আপনার দাসকে তার সঙ্গীর সামনে আদর করবেন না, কারণ আপনি জানেন না যে শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোনটি আপনার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান হবে।

34 হে বৎস! তোমার প্রভুকে ভয় করো না যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, পাছে তিনি তোমার কাছে নীরব থাকবেন।

35 হে বৎস! তোমার কথা সুন্দর কর এবং তোমার জিহ্বাকে মিষ্টি কর। এবং আপনার সঙ্গীকে আপনার পায়ে পায়ে চলার অনুমতি দেবেন না, পাছে সে আপনার বুকের উপর অন্য সময় পদদলিত করবে।

36 হে বৎস! আপনি যদি একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে জ্ঞানের শব্দ দিয়ে মারেন, তবে তা তার বুকের মধ্যে লুকিয়ে থাকবে লজ্জার সূক্ষ্ম অনুভূতির মতো; কিন্তু তুমি যদি অজ্ঞকে লাঠি দিয়ে মারো, সে বুঝবে না শুনতেও পাবে না।

37 হে বৎস! আপনি যদি আপনার প্রয়োজনে একজন জ্ঞানী লোককে পাঠান, তাকে অনেক আদেশ দেবেন না, কারণ সে আপনার ইচ্ছামত আপনার ব্যবসা করবে: এবং আপনি যদি একজন বোকাকে পাঠান তবে তাকে আদেশ করবেন না, বরং আপনি নিজেই যান এবং আপনার ব্যবসা করুন, কারণ যদি আপনি তাকে আদেশ করুন, তিনি যা চান তা করবেন না। যদি তারা আপনাকে ব্যবসার জন্য পাঠায় তবে দ্রুত তা পূরণ করুন।

38 হে বৎস! নিজের থেকে শক্তিশালী কাউকে শত্রু বানাবেন না, কারণ সে তোমার পরিমাপ নেবে এবং তোমার উপর তার প্রতিশোধ নেবে।

39 হে বৎস! তুমি তাদের কাছে তোমার জিনিসপত্র দেবার আগে তোমার ছেলে ও তোমার দাসের বিচার কর, পাছে তারা তাদের নিয়ে যায়। কারণ যার পুরো হাত

আছে তাকে জ্ঞানী বলা হয়, যদিও সে মূর্খ ও অজ্ঞ হয় এবং যার খালি হাত তাকে গরীব, অজ্ঞ বলা হয়, যদিও সে ঋষিদের রাজপুত্র হয়।
40 হে বৎস! আমি একটি কোলোসিন্থ খেয়েছি, এবং ঘৃতকুমারী গিলেছি, এবং আমি দারিদ্র্য এবং অভাবের চেয়ে তিক্ত আর কিছুই খুঁজে পাইনি।
41 হে বৎস! আপনার ছেলেকে মিতব্যয়ীতা এবং ক্ষুধা শেখান, যাতে সে তার পরিবারের পরিচালনায় ভাল করতে পারে।
42 হে বৎস! জ্ঞানী লোকদের ভাষা অজ্ঞদের শেখাবেন না, কারণ এটি তার জন্য বোঝা হবে৷
43 হে বৎস! তোমার অবস্থা তোমার বন্ধুর কাছে প্রকাশ করো না, পাছে তুমি তার কাছে তুচ্ছ হবে।
44 হে বৎস! চোখের অন্ধত্বের চেয়ে হৃদয়ের অন্ধত্ব আরও বেদনাদায়ক, কেননা চোখের অন্ধতা অল্প অল্প করে পথ দেখাতে পারে, কিন্তু হৃদয়ের অন্ধত্ব নির্দেশিত হয় না, এবং এটি সরল পথ ত্যাগ করে বাঁকা পথে চলে যায়। উপায়
45 হে বৎস! একজন মানুষের তার জিহ্বা দিয়ে হোঁচট খাওয়ার চেয়ে তার পা দিয়ে হোঁচট খাওয়া উত্তম।
46 হে বৎস! কাছে থাকা বন্ধু দূরের একজন ভালো ভাইয়ের চেয়ে ভালো।
47 হে বৎস! সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যায় কিন্তু শেখা স্থায়ী হয়, এবং পৃথিবী ক্ষয় হয়ে যায় এবং বৃথা হয়ে যায়, কিন্তু একটি ভাল নাম নিরর্থক হয় না বা ক্ষয়ও হয় না।
48 হে বৎস! যে লোকের বিশ্রাম নেই, তার জীবনের চেয়ে তার মৃত্যু উত্তম। আর কান্নার আওয়াজ গানের আওয়াজের চেয়ে ভালো; কারণ দুঃখ ও কান্না, যদি তাদের মধ্যে ঈশ্বরের ভয় থাকে, তবে গান ও আনন্দের ধ্বনি অপেক্ষা উত্তম৷
49 হে আমার সন্তান! তোমার হাতের ব্যাঙের উরু তোমার প্রতিবেশীর পাত্রের হংসের চেয়ে উত্তম; আর তোমার কাছের ভেড়া দূরের ষাঁড়ের চেয়ে ভালো। এবং তোমার হাতে একটি চড়ুই উড়ন্ত হাজার চড়ুইয়ের চেয়ে উত্তম। এবং দারিদ্র যা সংগ্রহ করে তা অনেক রিজিক ছড়িয়ে দেওয়ার চেয়ে উত্তম। এবং একটি জীবন্ত শিয়াল একটি মৃত সিংহের চেয়ে ভাল; এবং এক পাউন্ড উল এক পাউন্ড সম্পদের চেয়ে ভালো, আমি সোনা ও রৌপ্য বলতে চাইছি; কারণ সোনা ও রৌপ্য মাটিতে লুকিয়ে আছে এবং তা দেখা যায় না৷ কিন্তু পশম বাজারে থাকে এবং তা দেখা যায় এবং যে এটি পরিধান করে তার কাছে এটি একটি সৌন্দর্য।
50 হে বৎস! একটি ছোট ভাগ্য একটি বিক্ষিপ্ত ভাগ্যের চেয়ে ভাল.
51 হে বৎস! একটি জীবিত কুকুর একটি মৃত দরিদ্র মানুষের চেয়ে ভাল.
52 হে বৎস! একজন দরিদ্র যে সৎকর্ম করে সে ধনী ব্যক্তির চেয়ে উত্তম যে পাপে মৃত।
53 হে বৎস! আপনার হৃদয়ে একটি কথা রাখুন, এবং এটি আপনার কাছে অনেক বেশি হবে, এবং আপনার বন্ধুর গোপনীয়তা প্রকাশ না করা থেকে সাবধান থাকুন।
54 হে বৎস! যতক্ষণ না তুমি তোমার মন দিয়ে পরামর্শ না কর ততক্ষণ তোমার মুখ থেকে একটি কথাও বেরোবে না। এবং ঝগড়াকারী ব্যক্তিদের মধ্যে দাঁড়াবেন না, কারণ একটি খারাপ শব্দ থেকে একটি ঝগড়া আসে, এবং একটি ঝগড়া থেকে যুদ্ধ আসে এবং যুদ্ধ থেকে যুদ্ধ আসে এবং আপনাকে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা হবে; কিন্তু সেখান থেকে দৌড়াও এবং বিশ্রাম কর।
55 হে বৎস! নিজের চেয়ে শক্তিশালী কাউকে প্রতিরোধ করো না, তবে তোমার মধ্যে ধৈর্যশীল মনোভাব, ধৈর্য্য ও ন্যায়পরায়ণ আচার-আচরণ লাভ কর, কারণ এর চেয়ে উত্তম আর কিছুই নেই।
56 হে বৎস! আপনার প্রথম বন্ধুকে ঘৃণা করবেন না, কারণ দ্বিতীয়টি স্থায়ী নাও হতে পারে।
57 হে বৎস! দরিদ্রের কষ্টে তার কাছে যাও, এবং সুলতানের সামনে তার কথা বল, এবং তাকে সিংহের মুখ থেকে বাঁচাতে তোমার অধ্যবসায় করো।
58 হে বৎস! তোমার শত্রুর মৃত্যুতে আনন্দ করো না, কারণ কিছুক্ষণ পরে তুমি তার প্রতিবেশী হবে, এবং যে তোমাকে ঠাট্টা করে তাকে তুমি সম্মান ও সম্মান করো এবং শুভেচ্ছা জানানোর আগে তার সাথে থাকো।
59 হে বৎস! যদি স্বর্গে জল স্থির থাকে, এবং একটি কালো কাক সাদা হয় এবং গন্ধরস মধুর মতো মিষ্টি হয়, তবে অজ্ঞ মানুষ এবং বোকারা বুঝতে পারে এবং জ্ঞানী হতে পারে।
60 হে বৎস! যদি তুমি জ্ঞানী হতে চাও, তাহলে তোমার জিহ্বাকে মিথ্যা বলা থেকে, তোমার হাতকে চুরি করা থেকে এবং তোমার চোখকে মন্দ দেখা থেকে বিরত রাখো৷ তাহলে তোমাকে জ্ঞানী বলা হবে।
61 হে বৎস! জ্ঞানী লোক তোমাকে লাঠি দিয়ে মারুক, কিন্তু মূর্খ যেন তোমাকে মিষ্টি তরকারিতে অভিষেক না করে। যৌবনে নম্র হও এবং বৃদ্ধ বয়সে সম্মানিত হও।
62 হে বৎস! একজন মানুষ তার ক্ষমতার দিনে, বা তার বন্যার দিনে একটি নদীকে সহ্য করবে না।
63 হে বৎস! স্ত্রীর বিবাহে তাড়াহুড়ো করবেন না, কারণ যদি তা ভাল হয় তবে সে বলবে, 'হে আমার মালিক, আমার জন্য ব্যবস্থা করুন'; এবং যদি এটি অসুস্থ হয়ে যায়, তবে সে তাকে মূল্যায়ন করবে যে এটির কারণ ছিল।
64 হে বৎস! যে তার পোশাকে মার্জিত, সে তার কথাবার্তায় একই; এবং যার পোষাক পরিচ্ছন্ন চেহারা, তিনি তার বক্তৃতায় একই।
65 হে বৎস! যদি তুমি চুরি করে থাকো, তবে সুলতানকে তা জানিয়ে দাও এবং তাকে এর একটি অংশ দাও, যাতে তুমি তার হাত থেকে রক্ষা পাও, অন্যথায় তুমি তিক্ততা সহ্য করবে।
66 হে বৎস! যার হাত তৃপ্ত ও পরিপূর্ণ তাকে বন্ধু কর, আর যার হাত বন্ধ ও ক্ষুধার্ত তাকে বন্ধু করো না।
67 চারটি জিনিস আছে যাতে রাজা বা তার সৈন্যরা কেউই নিরাপদ থাকতে পারে না: উজির দ্বারা নিপীড়ন, এবং খারাপ সরকার, এবং ইচ্ছার বিকৃতি এবং প্রজাদের উপর অত্যাচার; এবং চারটি জিনিস যা গোপন করা যায় না: বুদ্ধিমান, এবং মূর্খ, এবং ধনী এবং দরিদ্র।'

অধ্যায় 3

অহিকার রাষ্ট্রীয় বিষয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ থেকে অবসর নেন। সে তার বিশ্বাসঘাতক ভাইপোর কাছে তার সম্পত্তি তুলে দেয়। এখানে একটি আশ্চর্যজনক গল্প আছে কিভাবে একজন অকৃতজ্ঞ অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি জালিয়াতি করে। অহিকারকে ফাঁসানোর একটি চতুর চক্রান্তের ফলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। আপাতদৃষ্টিতে অহিকার শেষ।

1 এইভাবে হাইকার কথা বললেন, এবং যখন তিনি তার বোনের ছেলে নাদানের কাছে এই আদেশ এবং প্রবাদগুলি শেষ করলেন, তখন তিনি কল্পনা করেছিলেন যে তিনি সেগুলি সবই রাখবেন এবং তিনি জানতেন না যে তার পরিবর্তে তিনি তার কাছে ক্লান্তি, অবজ্ঞা এবং উপহাস প্রদর্শন করছেন।

2 তারপরে হাইকার তার বাড়িতে বসে রইল এবং তার সমস্ত জিনিসপত্র, ক্রীতদাস, দাসী, ঘোড়া, গবাদিপশু এবং তার যা কিছু ছিল এবং যা অর্জন করেছিল তা নাদানের কাছে হস্তান্তর করেছিল; এবং নিলাম ও নিষেধ করার ক্ষমতা নাদানের হাতেই ছিল।

3 এবং হাইকার তার বাড়িতে বিশ্রামে বসেছিলেন, এবং হাইকার বার বার গিয়ে রাজাকে শ্রদ্ধা জানাতেন এবং বাড়ি ফিরে আসেন।

4 এখন যখন নাদান বুঝতে পারলেন যে, নিষেধাজ্ঞা ও নিষেধ করার ক্ষমতা তার নিজের হাতে, তখন তিনি হাইকারের অবস্থানকে তুচ্ছ করলেন এবং তাকে উপহাস করলেন এবং যখনই তিনি উপস্থিত হলেন তখনই তাকে দোষারোপ করতে লাগলেন, বললেন, 'আমার চাচা হাইকার তার বিভ্রান্তিতে আছেন, আর সে এখন কিছুই জানে না।'

5 এবং তিনি ক্রীতদাস ও দাসীদের মারতে শুরু করলেন এবং ঘোড়া ও উট বিক্রি করতে লাগলেন এবং তার চাচা হাইকারের মালিকানাধীন সমস্ত কিছু নিয়ে ব্যয় করতে লাগলেন।

6 এবং যখন হাইকার দেখল যে সে তার দাসদের প্রতি বা তার পরিবারের প্রতি কোন দয়া করে না, তখন সে উঠে তাকে তার বাড়ি থেকে তাড়া করল এবং রাজাকে জানাতে পাঠাল যে সে তার সম্পদ এবং তার সংস্থানগুলি ছড়িয়ে দিয়েছে।

7 এবং রাজা উঠে নাদানকে ডেকে বললেন, 'হাইকার সুস্থ থাকা পর্যন্ত কেউ তার মাল, তার পরিবার বা তার সম্পত্তির উপর শাসন করতে পারবে না।'

8 এবং নাদানের হাতটি তার চাচা হাইকারের কাছ থেকে এবং তার সমস্ত মাল থেকে তুলে নেওয়া হয়েছিল এবং এর মধ্যে তিনি ভিতরেও যাননি বা বাইরে যাননি এবং তাকে সালামও দেননি।

9 তখন হাইকার তার বোনের ছেলে নাদানের সাথে তার পরিশ্রমের জন্য অনুতপ্ত হন এবং তিনি খুব দুঃখিত হতে থাকেন।

10 এবং নাদানের একটি ছোট ভাই ছিল যার নাম বেনুজারদান, তাই হাইকার তাকে নাদানের জায়গায় নিজের কাছে নিয়ে যান এবং তাকে লালন-পালন করেন এবং পরম সম্মানে সম্মানিত করেন। আর যা কিছু ছিল তার সবই তিনি তার হাতে তুলে দিলেন এবং তাকে তার বাড়ির শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন।

11 এখন যখন নাদান বুঝতে পারল যে কী ঘটেছে, তখন সে হিংসা ও ঈর্ষায় জর্জরিত হল, এবং যারা তাকে প্রশ্ন করেছিল তাদের প্রত্যেকের কাছে সে অভিযোগ করতে শুরু করল এবং তার চাচা হাইকারকে উপহাস করতে লাগল: 'আমার চাচা আমাকে তার বাড়ি থেকে তাড়া করেছেন এবং আমার ভাইকে আমার চেয়ে পছন্দ করেছেন, কিন্তু পরমেশ্বর যদি আমাকে ক্ষমতা দেন তবে আমি তার উপর হত্যার দুর্ভাগ্য নিয়ে আসব।'

12 এবং নাদান তার জন্য যে হোঁচট খাওয়াতে পারে তার জন্য ধ্যান করতে থাকলেন। এবং কিছুক্ষণ পরে নাদান মনে মনে তা উল্টে দিল এবং পারস্যের রাজা শাহ জ্ঞানীর পুত্র আখীশের কাছে একটি চিঠি লিখেছিল:

13 'আসিরিয়ার ও নিনেভের রাজা সনহেরিব এবং তাঁর উজির ও তাঁর সচিব হাইকারের কাছ থেকে শান্তি, স্বাস্থ্য, পরাক্রম ও সম্মান, হে মহান রাজা! তোমার আর আমার মধ্যে পেন্স থাকুক।

14 আর যখন এই চিঠি তোমার কাছে পৌঁছাবে, তুমি যদি উঠে দ্রুত নিসরীনের সমভূমিতে, আসিরিয়ার ও নিনেভে চলে যাও, তবে আমি বিনা যুদ্ধে এবং যুদ্ধ ছাড়াই রাজ্য তোমার হাতে তুলে দেব।'

15আর তিনি মিসরের রাজা ফরৌণের কাছে হাইকারের নামে আরেকটি চিঠিও লিখলেন। 'হে পরাক্রমশালী রাজা, তোমার ও আমার মধ্যে শান্তি থাকুক!

16 এই চিঠি তোমার কাছে পৌঁছানোর সময়ে যদি তুমি উঠে আসিরিয়া ও নিনেভে থেকে নিসরীনের সমভূমিতে চলে যাও, তবে আমি বিনা যুদ্ধে এবং বিনা যুদ্ধে রাজ্য তোমার হাতে তুলে দেব।'

17 আর নাদানের লেখা ছিল তার চাচা হাইকারের লেখার মতো।

18 তারপর তিনি চিঠি দুটি ভাঁজ করে তার চাচা হাইকারের সীলমোহর দিয়ে সিল দিয়েছিলেন; তবুও তারা রাজার প্রাসাদেই ছিল।

19 তারপর তিনি গিয়ে রাজার কাছ থেকে তার চাচা হাইকারের কাছে একইভাবে একটি চিঠি লিখলেন: 'আমার ভাইজির, আমার সচিব, আমার চ্যান্সেলর, হাইকারের কাছে শান্তি ও স্বাস্থ্য।

20 হে হাইকার, যখন এই চিঠি তোমার কাছে পৌঁছাবে, তখন তোমার সাথে থাকা সমস্ত সৈন্যদের একত্র করো এবং তাদের পোশাক এবং সংখ্যায় নিখুঁত হতে দাও এবং পঞ্চম দিনে তাদের আমার কাছে নিসরীনের সমভূমিতে নিয়ে আস।

21আর যখন তুমি আমাকে তোমার দিকে আসতে দেখবে, তখন ত্বরা কর এবং সৈন্যবাহিনীকে আমার বিরুদ্ধে শত্রুর মত করে অগ্রসর হও যে আমার সাথে যুদ্ধ করবে, কারণ আমার সাথে মিসরের রাজা ফেরাউনের দূতগণ রয়েছে, যাতে তারা আমাদের শক্তি দেখতে পায়। সেনাবাহিনী এবং আমাদের ভয় করতে পারে, কারণ তারা আমাদের শত্রু এবং তারা আমাদের ঘৃণা করে।'

22 অতঃপর সে চিঠিটি সীলমোহর করে রাজার একজন চাকরের মাধ্যমে হাইকারের কাছে পাঠিয়ে দিল। আর তিনি যে অন্য চিঠিটি লিখেছিলেন তা নিয়ে তিনি রাজার সামনে ছড়িয়ে দিলেন এবং তাকে পড়ে শোনালেন এবং সীলমোহরটি দেখালেন।
23 আর সেই চিঠিতে যা ছিল তা শুনে রাজা ভীষণ বিভ্রান্তিতে পড়ে গেলেন এবং প্রচণ্ড ও প্রচণ্ড ক্রোধে ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, 'আহ, আমি আমার জ্ঞান দেখিয়েছি! আমি হাইকারের কি করেছি যে সে আমার শত্রুদের কাছে এই চিঠিগুলি লিখেছে? এটা কি তার কাছ থেকে তার প্রতি আমার উপকারের প্রতিদান?'
24তখন নাদান তাঁহাকে কহিলেন, হে মহারাজ, দুঃখ করিও না! রাগ করবেন না, তবে আসুন আমরা নিসরিন ময়দানে যাই এবং দেখি গল্পটি সত্য কি না।'
25পরে পঞ্চম দিনে নাদান উঠিয়া রাজা, সৈন্য ও উজিরকে লইয়া মরুভূমিতে নিসরিন সমভূমিতে গেল। আর রাজা তাকালেন, আর দেখ! হাইকার ও সেনাবাহিনীকে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল।
26 এবং যখন হাইকার দেখল যে রাজা সেখানে আছেন, তখন তিনি কাছে এসে সৈন্যদের ইঙ্গিত দিলেন যুদ্ধের মতো অগ্রসর হতে এবং চিঠিতে যেমনটি পাওয়া গেছে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে, তিনি জানেন না নাদান কিসের জন্য একটি গর্ত খনন করেছে। তাকে.
27 এবং রাজা যখন হাইকারের কাজটি দেখেছিলেন তখন তিনি উদ্বেগ, আতঙ্ক ও বিভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন এবং প্রচণ্ড ক্রোধে ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন।
28তখন নাদান তাঁহাকে কহিলেন, হে আমার প্রভু মহারাজ, তুমি কি দেখিয়াছ! এই নষ্টা কি করেছে? কিন্তু তুমি রাগ করো না, দুঃখ করো না, যন্ত্রণা করো না, বরং তোমার ঘরে গিয়ে তোমার সিংহাসনে বসো, এবং আমি হাইকারকে তোমার কাছে আনব এবং শৃঙ্খলে বেঁধে রাখব এবং তোমার শত্রুকে পরিশ্রম ছাড়াই তোমার কাছ থেকে তাড়িয়ে দেব।'
29 এবং রাজা হাইকারের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে তার সিংহাসনে ফিরে আসেন এবং তার বিষয়ে কিছুই করেননি। আর নাদান হাইকারের কাছে গিয়ে বললেন, 'ওয়াল্লাহ, হে চাচা! বাদশাহ সত্যিই আপনার প্রতি মহা আনন্দে আনন্দিত এবং আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন তিনি আপনাকে যা আদেশ করেছেন তা পালন করার জন্য।
30 এবং এখন তিনি আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন যাতে আপনি সৈন্যদের তাদের দায়িত্বে বরখাস্ত করতে পারেন এবং আপনার পিছনে হাত বেঁধে এবং আপনার পায়ে শিকল বেঁধে তার কাছে আসতে পারেন, যাতে ফেরাউনের দূতেরা এটি দেখতে পারে এবং রাজার কাছে যেতে পারেন। তাদের এবং তাদের রাজার ভয়।'
31 তারপর হাইকার উত্তর দিয়ে বললেন, 'শ্রবণ করা মানে মান্য করা।' আর সে তৎক্ষণাৎ উঠে তার পিছনে হাত বেঁধে পায়ে বেঁধে দিল।
32 নাদান তাকে নিয়ে রাজার কাছে গেলেন। এবং যখন হাইকার রাজার উপস্থিতিতে প্রবেশ করলেন তখন তিনি মাটিতে তাঁর সামনে প্রণাম করলেন এবং রাজার কাছে ক্ষমতা ও চিরস্থায়ী জীবন কামনা করলেন।
33 তখন রাজা বললেন, হে হাইকার, আমার সেক্রেটারি, আমার বিষয়ের গভর্নর, আমার চ্যান্সেলর, আমার রাজ্যের শাসক, আমাকে বলুন আমি আপনার কী খারাপ কাজ করেছি যে আপনি আমাকে এই কুৎসিত কাজের প্রতিদান দিয়েছেন।
34 তারপর তারা তাঁকে তাঁর লেখা ও সীলমোহরযুক্ত চিঠিগুলি দেখাল। এবং যখন হাইকার এটা দেখল, তখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাঁপতে লাগল এবং তার জিহ্বা একবারে বেঁধে গেল এবং ভয়ে তিনি একটি কথাও বলতে পারছিলেন না; কিন্তু সে মাটির দিকে মাথা নিচু করে বোবা হয়ে গেল।
35 এবং রাজা এই দেখে নিশ্চিত হলেন যে জিনিসটি তার কাছ থেকে এসেছে, এবং তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে তাদের হুকুম দিলেন যে হাইকারকে হত্যা করতে এবং শহরের বাইরে তলোয়ার দিয়ে তার ঘাড়ে আঘাত করতে।
36 তখন নাদান চিৎকার করে বললো, হে হাইকার, হে কালো মুখ! রাজার কাছে এই কাজটি করার জন্য আপনার ধ্যান বা শক্তির কি লাভ?'
37 এইভাবে গল্প কথক বলেন. আর তলোয়ারধারীর নাম ছিল আবু সামিক। তখন রাজা তাকে বললেন, হে তরবারি! উঠো, যাও, তার ঘরের দরজায় হাইকারের ঘাড় ছিঁড়ে দাও এবং তার মাথা তার শরীর থেকে একশ হাত দূরে সরিয়ে দাও।'
38 তারপর হাইকার রাজার সামনে নতজানু হয়ে বললেন, 'আমার প্রভু রাজা চিরকাল বেঁচে থাকুন! এবং যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক; এবং আমি জানি যে আমি দোষী নই, কিন্তু দুষ্ট লোকটি তার দুষ্টতার হিসাব দিতে হবে; তবুও হে আমার প্রভু মহারাজ! আমি আপনার কাছে এবং আপনার বন্ধুত্বের জন্য অনুরোধ করছি, তরবারিধারীকে আমার দেহ আমার দাসদের কাছে দেওয়ার অনুমতি দিন, যাতে তারা আমাকে কবর দেয় এবং আপনার দাস আপনার বলি হতে পারে।'
39 বাদশাহ উঠে তলোয়ারধারীকে তার ইচ্ছানুসারে তার সাথে কাজ করার আদেশ দিলেন।
40 এবং তিনি অবিলম্বে তার দাসদের আদেশ দিলেন যে হাইকার এবং তলোয়ারধারীকে ধরে তার সাথে উলঙ্গ হয়ে যাবে যাতে তারা তাকে হত্যা করতে পারে।
41 এবং যখন হাইকার নিশ্চিতভাবে জানতে পারলেন যে তাকে হত্যা করা হবে, তিনি তার স্ত্রীর কাছে পাঠালেন এবং তাকে বললেন, 'বাইরে এসে আমার সাথে দেখা করুন এবং আপনার সাথে এক হাজার যুবতী কুমারী থাকতে দিন এবং তাদের বেগুনি রঙের পোশাক পরিয়ে দিন। রেশমি যাতে তারা আমার মৃত্যুর আগে আমার জন্য কাঁদতে পারে।
42 এবং তলোয়ারধারী এবং তার দাসদের জন্য একটি টেবিল প্রস্তুত করুন। এবং প্রচুর মদ মেশাও, যাতে তারা পান করতে পারে।'

43 তিনি তাকে যা আদেশ করেছিলেন সে সবই করল৷ এবং তিনি খুব জ্ঞানী, চতুর এবং বিচক্ষণ ছিলেন। এবং তিনি সব সম্ভাব্য সৌজন্য এবং শেখার একত্রিত.
44আর যখন রাজার সৈন্যদল ও তলোয়ারধারী উপস্থিত হলেন, তখন তারা টেবিল সাজানো, মদ ও বিলাসবহুল দ্রব্যগুলি দেখতে পেলেন, এবং তারা খাওয়া-দাওয়া করতে লাগলেন যতক্ষণ না তারা ঘোরা ও মাতাল হয়ে গেল।
45তখন হাইকার তরবারিধারীকে দল থেকে একপাশে নিয়ে গিয়ে বললেন, হে আবু সামিক, তুমি কি জানো না যে, যখন সেনাহেরিবের পিতা সরহাদুম রাজা তোমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল, তখন আমি তোমাকে নিয়ে গিয়ে একটা নির্দিষ্ট স্থানে লুকিয়ে রেখেছিলাম। রাজার ক্ষোভ প্রশমিত হল এবং সে তোমাকে চাইল?
46 আর যখন আমি তোমাকে তাঁর সামনে নিয়ে আসি, তখন সে তোমার জন্য আনন্দ করেছিল;
47 এবং আমি জানি যে রাজা আমার জন্য অনুতপ্ত হবেন এবং আমার মৃত্যুদণ্ডের জন্য প্রচণ্ড ক্রোধে ক্রোধান্বিত হবেন।
48কারণ আমি দোষী নই, এবং যখন তুমি আমাকে তার প্রাসাদে তার সামনে উপস্থিত করবে, তখন তুমি অনেক সৌভাগ্যের সাথে মিলিত হবে এবং জানবে যে নাদান আমার বোনের ছেলে আমাকে প্রতারিত করেছে এবং আমার সাথে এই খারাপ কাজ করেছে। আমাকে হত্যা করার জন্য রাজা অনুতপ্ত হবেন; এবং এখন আমার বাড়ির বাগানে আমার একটি সেল আছে, এবং কেউ তা জানে না।
49 আমার স্ত্রীর জ্ঞানে আমাকে এতে লুকিয়ে রাখুন। এবং কারাগারে আমার একজন ক্রীতদাস আছে যে হত্যার যোগ্য।
50 ওকে বের করে আন এবং আমার পোশাক পরিয়ে দাও এবং দাসদের আদেশ কর যখন তারা মাতাল হয় তখন তাকে হত্যা কর। তারা জানবে না যে তারা কাকে হত্যা করছে।
51 আর তার শরীর থেকে তার মাথা একশো হাত দূরে সরিয়ে দাও এবং তার দেহ আমার দাসদের কাছে দাও যেন তারা তা কবর দেয়। এবং আপনি আমার সাথে একটি মহান ধন সঞ্চয় করা হবে.
52 তারপর তরবারিধারী হাইকারের আদেশ অনুসারে কাজ করলেন এবং তিনি রাজার কাছে গিয়ে বললেন, 'তোমার মাথা চিরকাল বেঁচে থাকুক!'
53 তারপর হাইকারের স্ত্রী প্রতি সপ্তাহে তাকে লুকিয়ে রাখতেন যা তার জন্য যথেষ্ট ছিল এবং সে সম্পর্কে কেউ জানত না।
54 এবং গল্পটি বর্ণনা করা হয়েছিল এবং বারবার এবং ছড়িয়ে পড়েছিল যেভাবে হাইকার ঋষিকে হত্যা করা হয়েছিল এবং মারা গিয়েছিল, এবং সেই শহরের সমস্ত লোক তার জন্য শোক করেছিল।
55 তারা কাঁদতে কাঁদতে বললঃ হায় তোমার জন্য হে হাইকার! এবং আপনার শিক্ষা এবং আপনার সৌজন্যের জন্য! তোমার এবং তোমার জ্ঞানের জন্য কত দুঃখ! তোমার মতো আর কোথায় পাওয়া যাবে? আর এমন বুদ্ধিমান, এত বিদ্বান, শাসনে এত দক্ষ একজন মানুষ কোথায় থাকতে পারে যে তোমার মতন হতে পারে যাতে সে তোমার স্থান পূরণ করতে পারে?'
56 কিন্তু রাজা হাইকারের জন্য অনুতপ্ত ছিলেন এবং তার অনুতাপ তার কোন কাজে আসেনি।
57 তারপর তিনি নাদানকে ডেকে বললেন, 'যাও এবং তোমার বন্ধুদের সাথে নিয়ে যাও এবং তোমার চাচা হাইকারের জন্য শোক ও কান্নাকাটি করো এবং তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে রীতি অনুযায়ী তার জন্য বিলাপ করো।'
58 কিন্তু যখন নাদান, মূর্খ, অজ্ঞ, কঠোর হৃদয়, তার মামার বাড়িতে গেলেন, তিনি কাঁদলেন না, দুঃখও করলেন না বা হাহাকার করলেন না, বরং হৃদয়হীন এবং দ্রবীভূত লোকদের জড়ো করলেন এবং খাওয়া-দাওয়া শুরু করলেন।
59 এবং নাদান হাইকারের দাসী ও দাসদের ধরে নিয়ে তাদের বেঁধে অত্যাচার করতে শুরু করে এবং তাদের মারধর করে।
60 এবং তিনি তার চাচার স্ত্রীকে সম্মান করেননি, যিনি তাকে তার নিজের ছেলের মতো লালনপালন করেছিলেন, কিন্তু চেয়েছিলেন যে সে তার সাথে পাপ করুক।
61 কিন্তু হাইকারকে লুকানোর জায়গায় কেটে ফেলা হয়েছিল, এবং সে তার দাস এবং তার প্রতিবেশীদের কান্নার আওয়াজ শুনেছিল, এবং সে পরম মহান ঈশ্বর, দয়াময়ের প্রশংসা করেছিল এবং ধন্যবাদ জানায় এবং সে সর্বদা প্রার্থনা করেছিল এবং পরম ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিল। .
62 এবং তরবারিধারী সময়ে সময়ে হাইকারের কাছে আসত যখন সে লুকানোর জায়গার মধ্যে ছিল: এবং হাইকার এসে তাকে অনুরোধ করল। এবং তিনি তাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং তার মুক্তি কামনা করলেন।
63 এবং যখন গল্পটি অন্যান্য দেশে প্রকাশিত হয়েছিল যে হাইকার ঋষিকে হত্যা করা হয়েছিল, তখন সমস্ত রাজারা শোকাহত হয়েছিলেন এবং রাজা সেনাকেরিবকে তুচ্ছ করেছিলেন এবং তারা ধাঁধা সমাধানকারী হাইকারের জন্য বিলাপ করেছিলেন।

অধ্যায় 4

"দ্য রিডলস অফ দ্য স্ফিঙ্কস।" আসলেই কি হয়েছিল অহিকার। তার প্রত্যাবর্তন।
1 এবং যখন মিশরের রাজা নিশ্চিত হলেন যে হাইকারকে হত্যা করা হয়েছে, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে রাজা সনহেরিবের কাছে একটি চিঠি লেখেন, তাতে তাকে 'শান্তি, স্বাস্থ্য, পরাক্রম ও সম্মানের কথা স্মরণ করিয়ে দেন যা আমরা আপনার জন্য বিশেষভাবে কামনা করি, আমার প্রিয় ভাই, রাজা সনহেরিব।
2 আমি স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে একটি প্রাসাদ তৈরি করতে চেয়েছিলাম, এবং আমি চাই যে আপনি আমার জন্য এটি তৈরি করার জন্য আপনার নিজের থেকে একজন জ্ঞানী, চতুর লোক পাঠান, এবং আমার সমস্ত প্রশ্নের

উত্তর দিতে পারেন, এবং আমি তা পেতে পারি। তিন বছরের জন্য অ্যাসিরিয়ার কর এবং শুল্ক।'
3 তারপর তিনি চিঠিটি সীলমোহর করে সন্হেরীবের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।
4তিনি তা নিয়েছিলেন এবং পড়েছিলেন এবং তাঁর উজিরদের এবং তাঁর রাজ্যের উচ্চপদস্থদের কাছে দিয়েছিলেন, এবং তারা বিভ্রান্ত ও লজ্জিত হয়েছিল, এবং তিনি প্রচণ্ড ক্রোধে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং তিনি কীভাবে কাজ করবেন তা নিয়ে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন।
5 তারপর তিনি বৃদ্ধ, জ্ঞানী, জ্ঞানী, দার্শনিক, ভবিষ্যদ্বাণীবিদ, জ্যোতিষী এবং তার দেশে যারা ছিলেন তাদের সবাইকে একত্র করলেন এবং তাদের চিঠিটি পড়ে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কে? মিসরের রাজা ফেরাউনের কাছে গিয়ে তার প্রশ্নের উত্তর দাও?'
6 তারা তাঁকে বলল, 'হে আমাদের প্রভু মহারাজ! আপনি জানেন যে আপনার রাজ্যে আপনার উজির ও সেক্রেটারি হাইকার ছাড়া এই প্রশ্নগুলির সাথে পরিচিত কেউ নেই।
7 কিন্তু আমাদের জন্য, এই বিষয়ে আমাদের কোন দক্ষতা নেই, যদি না সে তার বোনের ছেলে নাদান হয়, কারণ সে তাকে তার সমস্ত প্রজ্ঞা, বিদ্যা এবং জ্ঞান শিখিয়েছে৷ তাকে তোমার কাছে ডাকো, সম্ভবত সে এই কঠিন গিঁট খুলে দেবে।'
8 তখন রাজা নাদনকে ডেকে বললেন, 'এই চিঠিটা দেখে বুঝুন এতে কি আছে।' আর নাদান যখন তা পাঠ করলেন, তখন তিনি বললেন, হে আমার রব! কে স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে একটি দুর্গ নির্মাণ করতে সক্ষম?'
9 এবং রাজা নাদানের বক্তৃতা শুনলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন এবং তাঁর সিংহাসন থেকে নেমে ছাইয়ে বসেছিলেন এবং হাইকারের জন্য কাঁদতে শুরু করেছিলেন।
10 বলে, 'হে আমার দুঃখ! হে হাইকার, যে রহস্য ও ধাঁধা জানত! হে হাইকার, তোমার জন্য আমার হায়! হে আমার দেশের শিক্ষক ও আমার রাজ্যের শাসক, কোথায় পাব তোমার মতো? হে হাইকার, হে আমার দেশের শিক্ষক, আমি তোমার জন্য কোথায় ফিরব? তোমার জন্য আমার দুর্ভাগ্য! আমি তোমাকে কিভাবে ধ্বংস করলাম! এবং আমি জ্ঞানহীন, ধর্মহীন, পুরুষত্বহীন একটি বোকা, অজ্ঞ ছেলের কথা শুনতাম।
11 আহ! এবং আবার আমার জন্য আহ! কে তোমাকে আমার কাছে একবারের জন্য দিতে পারে, বা আমাকে বলতে পারে যে হাইকার বেঁচে আছে? এবং আমি তাকে আমার রাজ্যের অর্ধেক দেব।
12 এটা আমার কাছে কোথা থেকে? আহ, হাইকার! যাতে আমি তোমাকে একবারের জন্য দেখতে পারি, যাতে আমি তোমার দিকে তাকিয়ে এবং তোমার প্রতি আনন্দিত হতে পারি।
13 আহ! হে আমার সব সময় তোমার জন্য দুঃখ! হে হাইকার, আমি তোমাকে কিভাবে হত্যা করলাম! যতক্ষণ না আমি বিষয়টির শেষ না দেখছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনার মামলায় ছিলাম না।'
14 রাজা দিনরাত কাঁদতে লাগলেন। এখন যখন তরবারিধারী রাজার ক্রোধ এবং হাইকারের জন্য তার দুঃখ দেখল, তখন তার হৃদয় তার প্রতি নরম হয়ে গেল, এবং সে তার সামনে এসে তাকে বলল:
15 'হে আমার প্রভু! তোমার দাসদের আমার মাথা কেটে ফেলতে নির্দেশ দাও।' তখন বাদশাহ তাকে বললেন, 'হায় তোমার, আবু সামিক, তোমার কি দোষ?'
16 আর তরবারি তাকে বলল, 'হে আমার প্রভু! প্রত্যেক দাস যে তার মনিবের কথার বিরুদ্ধে কাজ করে তাকে হত্যা করা হয় এবং আমি আপনার আদেশের বিরুদ্ধে কাজ করেছি।'
17 তখন রাজা তাকে বললেন। 'আবু সামিক, তোমার জন্য ধিক্, তুমি আমার আদেশের বিরুদ্ধে কি করেছ?'
18 আর তরবারি তাকে বলল, 'হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে হাইকারকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, এবং আমি জানতাম যে আপনি তার জন্য অনুতপ্ত হবেন এবং তার প্রতি অন্যায় করা হয়েছিল, এবং আমি তাকে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিলাম এবং আমি তার একজন ক্রীতদাসকে হত্যা করেছি এবং সে এখন নিরাপদে আছে। কুন্ড, তুমি আমাকে আদেশ করলে আমি তাকে তোমার কাছে নিয়ে আসব।'
19 রাজা তাকে বললেন৷ 'হায় তোমার, হে আবু সামিক! তুমি আমাকে উপহাস করেছ এবং আমি তোমার প্রভু।'
20 আর তরবারি তাকে বলল, 'না, আপনার মাথার প্রাণের কসম, হে আমার প্রভু! হাইকার নিরাপদ এবং জীবিত।'
21 এবং রাজা যখন এই কথাটি শুনলেন, তখন তিনি বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন, এবং তার মাথা সাঁতরে উঠল, এবং তিনি আনন্দে অজ্ঞান হয়ে গেলেন এবং তিনি তাদের হাইকারকে নিয়ে আসার আদেশ দিলেন।
22 আর তিনি তলোয়ারধারীকে বললেন, হে বিশ্বস্ত দাস! যদি তোমার কথা সত্য হয়, তবে আমি তোমাকে সমৃদ্ধ করব এবং তোমার মর্যাদাকে তোমার সমস্ত বন্ধুদের থেকে উন্নীত করব।'
23 এবং তরবারিটি হাইকারের বাড়িতে না আসা পর্যন্ত আনন্দে এগিয়ে গেল। এবং তিনি লুকানোর জায়গার দরজা খুললেন, এবং নীচে নেমে দেখলেন যে হাইকার বসে আছেন, ঈশ্বরের প্রশংসা করছেন এবং তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।
24 এবং তিনি তাকে চিৎকার করে বললেন, 'হে হাইকার, আমি সবচেয়ে বড় আনন্দ, সুখ এবং আনন্দ নিয়ে এসেছি!'
25 আর হাইকার তাকে বললেন, হে আবু সামিক, খবর কি? এবং তিনি তাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ফেরাউন সম্পর্কে সমস্ত কিছু বললেন। তারপর তাকে নিয়ে রাজার কাছে গেলেন।
26আর রাজা যখন তাঁহার দিকে তাকালেন, তখন দেখিলেন যে, তাহার অসহায় অবস্থায়, এবং তাহার চুল বন্য পশুর মত লম্বা হইয়াছে, এবং তাহার নখগুলি ঈগলের নখর মত, এবং তাহার শরীর ধুলোয় মলিন, এবং তার মুখের রঙ পরিবর্তিত এবং বিবর্ণ হয়ে গেছে এবং এখন ছাইয়ের মতো।

27 এবং রাজা তাকে দেখে তার জন্য দুঃখিত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠলেন এবং তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করলেন এবং তার জন্য কাঁদলেন এবং বললেন: 'আল্লাহর প্রশংসা! কে তোমাকে আমার কাছে ফিরিয়ে এনেছে।'
28 তারপর তিনি তাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং সান্ত্বনা দিলেন৷ এবং তিনি তার পোশাকটি খুলে ফেললেন, এবং এটি তরবারীর গায়ে পরিয়ে দিলেন, এবং তার প্রতি খুব অনুগ্রহ করলেন এবং তাকে প্রচুর সম্পদ দিলেন এবং হাইকারকে বিশ্রাম দিলেন।
29 তারপর হাইকার রাজাকে বললেন, 'আমার প্রভু রাজা চিরকাল বেঁচে থাকুন! এগুলো দুনিয়ার সন্তানদের আমল। আমি আমার জন্য একটি খেজুর গাছ লালন-পালন করেছি যাতে আমি তার উপর হেলান দিতে পারি, এবং এটি পাশে বাঁকিয়ে আমাকে নীচে ফেলে দেয়।
30 কিন্তু হে আমার পালনকর্তা! যেহেতু আমি তোমার সামনে উপস্থিত হয়েছি, তাই তোমার প্রতি অত্যাচার করো না! এবং রাজা তাকে বললেন: 'ধন্য ঈশ্বর, যিনি তোমাকে করুণা দেখিয়েছিলেন এবং জানতেন যে তোমার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে, এবং তোমাকে রক্ষা করেছেন এবং নিহত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন।
31তবে উষ্ণ স্নানে যাও, মাথা কামিয়ে নাও, নখ কাটো, জামাকাপড় বদল করো এবং চল্লিশ দিনের ব্যবধানে আমোদ-প্রমোদ করো, যাতে তুমি নিজের ভালো করতে পারো এবং তোমার অবস্থা ও তোমার মুখের রং ভালো করতে পারো। তোমার কাছে ফিরে আসতে পারে।'
32 তারপর রাজা তার দামী পোশাক খুলে ফেললেন এবং হাইকারের গায়ে পরলেন, এবং হাইকার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন এবং রাজাকে প্রণাম করলেন এবং পরমেশ্বর ঈশ্বরের প্রশংসা করে খুশি ও আনন্দে তাঁর বাসস্থানে চলে গেলেন।
33 আর তাঁর পরিবারের লোকেরা তাঁর সংগে আনন্দ করল এবং তাঁর বন্ধুরা এবং যারা শুনল যে তিনি বেঁচে আছেন তারাও আনন্দিত হল।

অধ্যায় 5

'ধাঁধাঁ'র চিঠি অহিকারকে দেখানো হয়েছে। ঈগলের উপর ছেলেরা। প্রথম "বিমান" যাত্রা। মিশরে চলে যান। অহিকার, একজন বুদ্ধিমান মানুষ হওয়ার সাথে হাস্যরসের অনুভূতিও রয়েছে। (27 আয়াত)।
1 রাজার আদেশ অনুসারে তিনি তা করলেন এবং চল্লিশ দিন বিশ্রাম করলেন।
2 তারপর সে নিজেকে তার গেয়েস্ট পোশাক পরে, এবং রাজার কাছে চলে গেল, তার পিছনে এবং তার সামনে তার ক্রীতদাসদের নিয়ে, আনন্দিত এবং আনন্দিত।
3কিন্তু নাদান যখন তার বোনের ছেলে বুঝতে পারল কি ঘটছে, তখন ভয় ও ভয় তাকে গ্রাস করল এবং সে কি করবে বুঝতে পারছিল না।
4 এবং হাইকার তা দেখে রাজার উপস্থিতিতে প্রবেশ করে তাকে সালাম জানাল এবং সে অভিবাদন ফিরিয়ে দিয়ে তাকে তার পাশে বসিয়ে বলল, 'হে আমার প্রিয় হাইকার! তোমাকে হত্যা করা হয়েছে শুনে মিশরের রাজা আমাদের কাছে যে চিঠিগুলো পাঠিয়েছিলেন সেগুলো দেখুন।
5 তারা আমাদের উত্তেজিত করেছে এবং আমাদের পরাস্ত করেছে এবং আমাদের দেশের অনেক লোক মিশরের রাজা আমাদের কাছে যে কর চেয়ে পাঠিয়েছে তার ভয়ে মিশরে পালিয়ে গেছে।
৬ অতঃপর হাইকার চিঠিটি নিয়ে পড়লেন এবং এর বিষয়বস্তু বুঝতে পারলেন।
7 তারপর তিনি রাজাকে বললেন। 'রাগ করো না, হে আমার প্রভু! আমি মিশরে যাব, আমি ফেরাউনের কাছে উত্তরগুলি ফিরিয়ে দেব, এবং আমি তাকে এই চিঠিটি দেখাব, এবং আমি তাকে করের বিষয়ে উত্তর দেব এবং যারা পালিয়ে গেছে তাদের আমি ফেরত পাঠাব; এবং আমি পরমেশ্বর ঈশ্বরের সাহায্যে এবং আপনার রাজ্যের সুখের জন্য আপনার শত্রুদের অপমানিত করব।'
8 এবং রাজা যখন হাইকারের এই বক্তৃতা শুনলেন তখন তিনি মহা আনন্দে আনন্দিত হলেন এবং তাঁর হৃদয় প্রসারিত হয়ে গেল এবং তিনি তাকে অনুগ্রহ করলেন।
9 এবং হাইকার রাজাকে বললেন: 'আমাকে চল্লিশ দিন বিলম্ব দিন যাতে আমি এই প্রশ্নটি বিবেচনা করতে পারি এবং এটি পরিচালনা করতে পারি।' এবং রাজা এটির অনুমতি দিলেন।
10 এবং হাইকার তার বাসস্থানে গেলেন, এবং তিনি শিকারীদেরকে তার জন্য দুটি ছোট ঈগল ধরতে আদেশ করলেন, এবং তারা তাদের ধরে এনে তার কাছে নিয়ে এল: এবং তিনি দড়ির তাঁতিদের তার জন্য দুটি তুলা বুনতে আদেশ করলেন, তাদের প্রত্যেকে। দুই হাজার হাত লম্বা, এবং তিনি ছুতোরদের নিয়ে এসে দুটি বড় বাক্স তৈরি করার আদেশ দিলেন, এবং তারা তা করল।
11 তারপর তিনি দুটি ছোট ছেলেকে নিয়েছিলেন, এবং প্রতিদিন মেষশাবক বলি দিতে এবং ঈগল ও বালকদের খাওয়াতে এবং বালকদের ঈগলের পিঠে চড়তে দিতেন, এবং তিনি তাদের একটি শক্ত গিঁট দিয়ে বেঁধেছিলেন এবং তারের পায়ে বেঁধেছিলেন। ঈগলদের, এবং তাদের প্রতিদিন অল্প অল্প করে উপরে উঠতে দিন, দশ হাত দূরত্বে, যতক্ষণ না তারা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে এবং এতে শিক্ষিত হয়; এবং তারা আকাশে পৌঁছনো পর্যন্ত দড়ির সমস্ত দৈর্ঘ্য উপরে উঠল; ছেলেরা তাদের পিঠে। অতঃপর তিনি সেগুলোকে নিজের দিকে টেনে আনলেন।
12 এবং যখন হাইকার দেখল যে তার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে, তখন তিনি ছেলেদের নির্দেশ দিলেন যে তারা যখন আকাশে উঠবে তখন তারা চিৎকার করবে, বলবে:
13 'আমাদের জন্য মাটি ও পাথর নিয়ে এসো, আমরা ফারাও রাজার জন্য একটি দুর্গ তৈরি করতে পারি, কারণ আমরা নিষ্ক্রিয়।'
14 এবং হাইকার কখনই তাদের প্রশিক্ষণ এবং অনুশীলন করা হয়নি যতক্ষণ না তারা (দক্ষতার) সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল।

15 তারপর তাদের ছেড়ে দিয়ে তিনি রাজার কাছে গিয়ে বললেন, হে মহারাজ! তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ শেষ। আমার সাথে উঠো যেন আমি তোমাকে বিস্ময় দেখাতে পারি।'

16অতএব রাজা উঠলেন এবং হাইকারের সাথে বসলেন এবং একটি প্রশস্ত জায়গায় গিয়ে ঈগল ও বালকদের আনতে পাঠালেন, এবং হাইকার তাদের বেঁধে দড়ির সমস্ত লম্বা বাতাসে ছেড়ে দিলেন এবং তারা চিৎকার করতে লাগল। তিনি তাদের শিখিয়েছিলেন। তারপর তিনি তাদের নিজের কাছে টেনে এনে তাদের জায়গায় রাখলেন।

17 এবং রাজা এবং তার সাথে যারা ছিল তারা খুব আশ্চর্য হয়ে গেল: এবং রাজা হাইকারকে তার চোখের মাঝে চুম্বন করলেন এবং তাকে বললেন, 'হে আমার প্রিয়, শান্তিতে যাও! হে আমার রাজ্যের অহংকার! মিশরে এবং ফেরাউনের প্রশ্নের উত্তর দাও এবং সর্বোচ্চ ঈশ্বরের শক্তিতে তাকে পরাস্ত কর।'

18 তারপর তিনি তাকে বিদায় জানালেন, এবং তার সৈন্য, সৈন্য, যুবক ও ঈগলদের নিয়ে মিশরের বাসস্থানের দিকে চলে গেলেন; তিনি পৌঁছে রাজার দেশের দিকে ফিরে গেলেন।

19আর মিশরের লোকেরা যখন জানল যে, সন্হেরীব তার প্রিভি কাউন্সিলের একজন লোককে ফেরাউনের সাথে কথা বলার জন্য এবং তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছে, তখন তারা রাজা ফেরাউনের কাছে এই খবর পৌঁছে দিল, এবং তিনি তাকে তার সামনে নিয়ে আসার জন্য তার প্রিভি কাউন্সিলরদের একটি দল পাঠালেন। .

20আর তিনি আসিয়া ফরৌণের সম্মুখে প্রবেশ করিলেন, এবং বাদশাহ্দের যা করা সঙ্গত, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

21 তিনি তাকে বললেন, 'হে আমার প্রভু মহারাজ! রাজা সন্হেরীব আপনাকে প্রচুর শান্তি এবং শক্তি এবং সম্মানের সাথে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

22 এবং তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, যিনি তাঁর দাসদের একজন, যাতে আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি এবং আপনার সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করতে পারি: কারণ আপনি আমার প্রভু রাজার কাছ থেকে এমন একজন লোককে খুঁজতে পাঠিয়েছেন যে আপনার মধ্যে একটি দুর্গ তৈরি করবে। স্বর্গ এবং পৃথিবী

23 এবং আমি পরমেশ্বর ঈশ্বরের সাহায্যে এবং আপনার মহৎ অনুগ্রহে এবং আমার প্রভু রাজার শক্তিতে আপনি যেমন চান তা আপনার জন্য তৈরি করব।

24কিন্তু হে আমার প্রভু মহারাজ! আপনি তিন বছর ধরে মিশরের কর সম্পর্কে যা বলেছেন - এখন একটি রাজ্যের স্থিতিশীলতা কঠোর ন্যায়বিচার, এবং যদি আপনি জয়ী হন এবং আমার হাতে আপনাকে উত্তর দেওয়ার মতো দক্ষতা না থাকে তবে আমার প্রভু রাজা আপনাকে পাঠাবেন। কর যা আপনি উল্লেখ করেছেন।

25 আর আমি যদি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিই, তবে তুমি আমার প্রভু মহারাজের কাছে যা উল্লেখ করেছ তা পাঠানো তোমার জন্য থাকবে।'

26 আর সেই বক্তৃতা শুনে ফেরাউন আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং তাঁর জিহ্বার স্বাধীনতা এবং তাঁর কথার মনোরমতায় বিভ্রান্ত হলেন।

27 আর বাদশাহ্ ফেরাউন তাঁকে বললেন, হে মানুষ! তোমার নাম কি?' এবং তিনি বললেন, 'আপনার দাস আবিকাম, এবং আমি রাজা সেনাহেরিবের পিঁপড়ার একটি ছোট পিঁপড়া।'

28 ফেরাউন তাকে বললেন, 'তোমার প্রভুর কি তোমার চেয়ে উচ্চ মর্যাদার আর কেউ ছিল না যে, তিনি আমাকে উত্তর দিতে এবং আমার সাথে কথা বলার জন্য একটি ছোট্ট পিঁপড়া পাঠিয়েছেন?'

29 আর হাইকার তাকে বললেন, হে মহারাজ! আমি পরমেশ্বরের কাছে চাই যে আমি আপনার মনে যা আছে তা পূরণ করতে পারি, কারণ ঈশ্বর দুর্বলদের সাথে আছেন যাতে তিনি শক্তিশালীদের বিভ্রান্ত করতে পারেন।'

30 তারপর ফেরাউন আদেশ দিলেন যে তারা যেন আবিকামের জন্য একটি আবাস তৈরি করে এবং তাকে পানীয়, মাংস, পানীয় এবং তার প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু সরবরাহ করে।

31 এবং যখন এটি সমাপ্ত হল, তিন দিন পরে ফেরাউন নিজেকে বেগুনি এবং লাল পোশাক পরে সিংহাসনে বসলেন, এবং তাঁর সমস্ত উজির এবং তাঁর রাজ্যের শাসনকর্তারা তাদের হাত ক্রস করে, তাদের পা একত্রিত করে এবং তাদের মাথা নত করে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

32 এবং ফেরাউন আবিকামকে আনতে পাঠালেন, এবং যখন তাকে তার কাছে পেশ করা হল, তখন সে তার সামনে প্রণাম করল এবং তার সামনে মাটিতে চুম্বন করল।

33 আর বাদশাহ্ ফেরাউন তাঁকে বললেন, হে আবিকাম, আমি কার মত? এবং আমার রাজ্যের উচ্চপদস্থরা, তারা কার মত?'

34 এবং হাইকার তাকে বললেন, 'হে আমার প্রভু আত্মীয় আমি আপনি মূর্তি বেলের মতো, এবং আপনার রাজ্যের উচ্চপদস্থরা তার দাসের মতো।'

35 তিনি তাকে বললেন, 'যাও, আগামীকাল এখানে ফিরে এস।' তাই হাইকার বাদশাহ ফেরাউনের হুকুম অনুযায়ী চলে গেলেন।

36 আর পরের দিন হাইকার ফেরাউনের সামনে গিয়ে প্রণাম করলেন এবং রাজার সামনে দাঁড়ালেন। আর ফেরাউনের পরনে ছিল লাল রঙের পোশাক, আর উচ্চপদস্থরা সাদা পোশাক পরা ছিল।

37 ফেরাউন তাকে বলল, হে আবিকাম, আমি কার মত? এবং আমার রাজ্যের উচ্চপদস্থরা, তারা কার মত?'

38আর আবিকাম তাকে বললেন, হে আমার প্রভু! তুমি সূর্যের মত, আর তোমার দাসরা তার রশ্মির মত।' তখন ফেরাউন তাকে বলল, 'তোমার বাসভবনে যাও, আগামীকাল এখানে এস।'

39 তারপর ফেরাউন তার আদালতকে খাঁটি সাদা পোশাক পরার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং ফেরাউন তাদের মতো পোশাক পরে তার সিংহাসনে বসেছিলেন এবং তিনি তাদের হাইকারকে আনতে আদেশ

করেছিলেন। এবং তিনি ভিতরে গিয়ে তার সামনে বসলেন।
40 ফেরাউন তাকে বললেন, হে আবিকাম, আমি কার মত? এবং আমার সম্ভ্রান্তরা, তারা কার মত?'
41 আর আবিকাম তাকে বললেন, হে আমার প্রভু! তুমি চাঁদের মত, আর তোমার সম্ভ্রান্তরা গ্রহ-নক্ষত্রের মত।' ফেরাউন তাকে বলল, 'যাও, আগামীকাল তুমি এখানে থাকো।'
42 তারপর ফেরাউন তার দাসদেরকে বিভিন্ন রঙের পোশাক পরতে আদেশ করলেন, এবং ফেরাউন একটি লাল মখমলের পোশাক পরলেন এবং তার সিংহাসনে বসলেন এবং তাদের আবিকামকে আনতে আদেশ করলেন। আর তিনি প্রবেশ করলেন এবং তাঁর সামনে প্রণাম করলেন।
43 এবং তিনি বললেন, 'হে আবিকাম, আমি কার মত? এবং আমার সৈন্যবাহিনী, তারা কার মত?' আর বললেন, হে আমার রব! তুমি এপ্রিল মাসের মত, আর তোমার বাহিনী তার ফুলের মত।'
44 বাদশাহ্ তা শুনে ভীষণ আনন্দিত হলেন এবং বললেন, হে আবিকাম! প্রথমবার তুমি আমাকে মূর্তি বেলের সাথে এবং আমার সম্ভ্রান্ত লোকদের তার দাসদের সাথে তুলনা করলে।
45 আর দ্বিতীয়বার তুমি আমাকে সূর্যের সাথে এবং আমার উচ্চপদস্থদেরকে সূর্যের আলোর সাথে তুলনা করলে।
46 আর তৃতীয়বার তুমি আমাকে চাঁদের সাথে তুলনা করলে এবং আমার উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের গ্রহ ও নক্ষত্রের সাথে তুলনা করলে।
47 আর চতুর্থবার তুমি আমাকে এপ্রিল মাসের সাথে এবং আমার সম্ভ্রান্তদের সাথে তার ফুলের তুলনা করলে। কিন্তু এখন হে আবিকাম! আমাকে বলুন, আপনার প্রভু, রাজা সন্‌হেরীব, তিনি কার মত? এবং তার উচ্চপদস্থরা, তারা কার মত?'
48 এবং হাইকার উচ্চস্বরে চিৎকার করে বললেন, 'আমার প্রভু রাজার কথা উল্লেখ করা আমার থেকে দূরে থাক এবং আপনি আপনার সিংহাসনে বসেছেন। কিন্তু তুমি তোমার পায়ের উপর উঠে দাঁড়াও, যাতে আমি তোমাকে বলতে পারি আমার প্রভু রাজা কার মত এবং তাঁর উচ্চপদস্থরা কার মত।'
49 আর ফেরাউন তার জিভের স্বাধীনতা এবং উত্তর দেওয়ার সাহস দেখে বিভ্রান্ত হলেন। তখন ফেরাউন তার সিংহাসন থেকে উঠে হাইকারের সামনে দাঁড়ালেন এবং তাকে বললেন, 'এখন আমাকে বলুন, আমি বুঝতে পারি আপনার প্রভু রাজা কার মত এবং তার উচ্চপদস্থরা কার মত।'
50 এবং হাইকার তাকে বললেন, 'আমার প্রভু স্বর্গের ঈশ্বর, এবং তাঁর উচ্চপদস্থরা হলেন বিদ্যুৎ এবং বজ্রপাত, এবং যখন তিনি চান বাতাস বইবে এবং বৃষ্টিপাত হবে।
51 এবং তিনি বজ্রকে আদেশ করেন, এবং এটি আলোকিত হয় এবং বৃষ্টি হয়, এবং তিনি সূর্যকে ধরে রাখেন, এবং এটি তার আলো দেয় না, এবং চন্দ্র ও তারাগুলিকে প্রদক্ষিণ করে না।
52 এবং তিনি ঝড়ের আদেশ দেন, এবং এটি প্রবাহিত হয় এবং বৃষ্টি পড়ে এবং এটি এপ্রিলে পদদলিত করে এবং এর ফুল ও ঘরবাড়ি ধ্বংস করে।'
53 ফেরাউন যখন এই কথা শুনলেন, তখন তিনি অত্যন্ত বিভ্রান্ত হলেন এবং প্রচণ্ড ক্রোধে ক্ষুব্ধ হলেন এবং তাঁকে বললেন, হে মানুষ! আমাকে সত্য বলুন, এবং আমাকে আপনি আসলে কে জানতে দিন।'
54 তিনি তাকে সত্য বললেন৷ 'আমি হাইকার লেখক, রাজা সেনাকেরিবের প্রিভি কাউন্সিলরদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং আমি তার উজির এবং তার রাজ্যের গভর্নর এবং তার চ্যান্সেলর।'
55তিনি তাকে বললেন, 'তুমি এই কথায় সত্য বলেছ। কিন্তু আমরা হাইকারের কথা শুনেছি, রাজা সেনাকেরিব তাকে মেরে ফেলেছে, তবুও মনে হচ্ছে তুমি বেঁচে আছো।'
56 এবং হাইকার তাকে বললেন, 'হ্যাঁ, তাই হয়েছিল, কিন্তু ঈশ্বরের প্রশংসা, যিনি জানেন কি লুকিয়ে আছে, কারণ আমার প্রভু রাজা আমাকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন, এবং তিনি অশ্লীল লোকদের কথায় বিশ্বাস করেছিলেন, কিন্তু প্রভু রক্ষা করেছিলেন। আমি, এবং ধন্য সে যে তাঁর উপর ভরসা করে।'
57 ফেরাউন হাইকারকে বললো, 'যাও, আগামীকাল তুমি এখানে থাকবে এবং আমাকে এমন একটি কথা বলো যা আমি কখনো আমার সম্ভ্রান্তদের কাছ থেকে শুনিনি, না আমার রাজ্য ও আমার দেশের লোকদের কাছ থেকে।'

অধ্যায় 6

ষড়যন্ত্র সফল হয়। অহিকার ফেরাউনের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেয়। ঈগলের উপর ছেলেরা দিনের ক্লাইম্যাক্স। বুদ্ধি, প্রাচীন শাস্ত্রে খুব কমই পাওয়া যায়, আয়াত 34-45 এ প্রকাশিত হয়েছে।
1 এবং হাইকার তার বাসভবনে গিয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন, তাতে এই বিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন:
2 আসিরিয়ার রাজা সন্‌হেরীবের কাছ থেকে। এবং নিনভেহ মিশরের রাজা ফরৌণের কাছে।
3 'হে আমার ভাই, তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক! এবং এর দ্বারা আমরা আপনাকে যা জানাই তা হল যে একজন ভাইয়ের তার ভাইয়ের প্রয়োজন আছে এবং একে অপরের রাজাদের প্রয়োজন আছে এবং আপনার কাছ থেকে আমার আশা এই যে আপনি আমাকে নয় শত তালন্ত স্বর্ণ ধার দেবেন, কারণ আমার খাবারের জন্য এটি প্রয়োজন। কিছু সৈন্য, যাতে আমি তাদের জন্য ব্যয় করতে পারি। আর কিছুক্ষণ পর আমি তোমাকে পাঠাব।'
4 তারপর তিনি চিঠিটি ভাঁজ করে পরের দিন ফেরাউনের কাছে পেশ করলেন।
5তখন তিনি তা দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং তাঁকে বললেন, 'সত্যিই আমি কারও কাছ থেকে এই ধরনের ভাষা শুনিনি৷'
6 তখন হাইকার তাকে বললেন, 'সত্যিই এটা আমার প্রভু মহারাজের কাছে আপনার ঋণ।'

7 আর ফেরাউন একথা মেনে নিলেন, বললেন, হে হাইকার, রাজাদের সেবায় তোমার মতই সৎ।
8 ধন্য ঈশ্বর যিনি তোমাকে জ্ঞানে নিখুঁত করেছেন এবং দর্শন ও জ্ঞানে তোমাকে সাজিয়েছেন।
9 আর এখন হে হাইকার, তোমার কাছ থেকে আমরা যা চাই তা বাকি আছে যে তুমি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে একটি প্রাসাদ তৈরি কর।'
10 তারপর হাইকার বললেন, 'শ্রবণ করা মানে মান্য করা। আমি তোমার ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী তোমাকে একটি দুর্গ নির্মাণ করব; কিন্তু, হে আমার প্রভু, আমি আমাদের জন্য চুন, পাথর, কাদামাটি এবং কারিগর প্রস্তুত করি এবং আমার কাছে দক্ষ নির্মাতা আছে যারা আপনার জন্য আপনার ইচ্ছামত নির্মাণ করবে।'
11 তারপর রাজা তার জন্য সমস্ত কিছু প্রস্তুত করলেন এবং তারা বিস্তীর্ণ জায়গায় গেল। এবং হাইকার এবং তার ছেলেরা সেখানে এলেন এবং তিনি ঈগল ও যুবকদের সাথে নিয়ে গেলেন। এবং রাজা এবং তার সমস্ত উচ্চপদস্থরা গিয়েছিলেন এবং সমস্ত শহর একত্রিত হয়েছিল, যাতে তারা দেখতে পায় যে হাইকার কী করবে।
12 তারপর হাইকার বাক্স থেকে ঈগলদের বের করে দিল এবং যুবকদের পিঠে বেঁধে ঈগলদের পায়ে দড়ি বেঁধে বাতাসে যেতে দিল। এবং তারা উপরে উঠে গেল, যতক্ষণ না তারা স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে অবস্থান করছিল।
13 আর ছেলেরা চিৎকার করে বলতে লাগলো, ইট আনো, কাদামাটি আনো, আমরা রাজার প্রাসাদ বানাতে পারি, কারণ আমরা অলস দাঁড়িয়ে আছি!
14তখন জনতা আশ্চর্য ও হতভম্ব হইল এবং আশ্চর্য হইল। এবং রাজা এবং তার উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা বিস্মিত.
15 এবং হাইকার এবং তার ভৃত্যরা শ্রমিকদের মারতে শুরু করে, এবং তারা রাজার সৈন্যদের জন্য চিৎকার করে তাদের বলেছিল, 'তারা যা চায় দক্ষ শ্রমিকদের কাছে আনুন এবং তাদের কাজে বাধা দেবেন না।'
16 তখন রাজা তাকে বললেন, 'তুমি পাগল! এত দূরত্ব পর্যন্ত কে কিছু আনতে পারে?'
17 আর হাইকার তাকে বললেন, হে মহারাজ! আমরা কিভাবে বাতাসে একটি দুর্গ নির্মাণ করব? এবং আমার প্রভু রাজা যদি এখানে থাকতেন তবে তিনি একদিনে বেশ কয়েকটি দুর্গ তৈরি করতেন।'
18 ফেরাউন তাকে বললেন, 'হে হাইকার, তোমার বাসস্থানে যাও এবং বিশ্রাম কর, কারণ আমরা দুর্গ নির্মাণ ছেড়ে দিয়েছি এবং আগামীকাল আমার কাছে আসবেন।'
19 অতঃপর হাইকার তার বাসভবনে গেলেন এবং পরদিন তিনি ফেরাউনের সামনে হাজির হলেন। ফেরাউন বলল, হে হাইকার, তোমার প্রভুর ঘোড়ার কি খবর? কারণ যখন সে আসিরিয়ার ও নিনেভেহ প্রদেশের কাছে আসে, এবং আমাদের ঘোড়া তার কণ্ঠস্বর শুনতে পায়, তখন তারা তাদের বাচ্চা ফেলে দেয়।'
20 এবং যখন হাইকার এই বক্তৃতা শুনলেন, তিনি গিয়ে একটি বিড়ালকে নিয়ে গেলেন এবং তাকে বেঁধে রাখলেন এবং মিশরীয়রা শুনতে না হওয়া পর্যন্ত তাকে প্রচণ্ড বেত্রাঘাত করতে লাগলেন, এবং তারা গিয়ে রাজাকে বিষয়টি জানালেন।
21 এবং ফেরাউন হাইকারকে আনতে পাঠালেন এবং তাকে বললেন, 'হে হাইকার, কেন তুমি এইভাবে বেত্রাঘাত করছ এবং সেই বোবা জানোয়ারকে মারলে?'
22 আর হাইকার তাকে বললেন, মহারাজ! সত্যই সে আমার সাথে একটি কুৎসিত কাজ করেছে, এবং এই মাতাল এবং চাবুক মারার যোগ্য ছিল, কারণ আমার প্রভু রাজা সেন্নাকেরিব আমাকে একটি সুন্দর মোরগ দিয়েছিলেন, এবং তিনি একটি শক্তিশালী সত্য কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন এবং দিন ও রাতের সময় জানতেন।
23 আর বিড়ালটি আজ রাতেই উঠে তার মাথা কেটে নিয়ে চলে গেল, এবং এই কাজের জন্য আমি তার সাথে এই মাতাল আচরণ করেছি।'
24 ফেরাউন তাঁকে বললেন, হে হাইকার, আমি এই সব দেখে দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছ এবং তোমারই অধর্মের মধ্যে আছ, কেননা মিশর ও নিনেভের মধ্যে আটষট্টিটি পরসংগ আছে, এবং সে এই রাতে গিয়ে কীভাবে কেটে গেল? তোমার মোরগের মাথা আর ফিরে আসো?'
25 আর হাইকার তাকে বললেন, হে মহারাজ! মিশর ও নিনেভের মধ্যে যদি এত দূরত্ব থাকত, আমার প্রভু রাজার ঘোড়া যখন তাদের বাচ্চাদের ছুঁড়ে ফেলে তখন তোমার ঘোড়াগুলি কীভাবে শুনতে পাবে? এবং ঘোড়ার আওয়াজ মিসর পর্যন্ত কিভাবে পৌঁছাতে পারে?'
26 এবং যখন ফেরাউন তা শুনলেন, তখন তিনি জানতে পারলেন যে হাইকার তার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।
27 আর ফেরাউন বলল, হে হাইকার, আমি চাই তুমি আমাকে সমুদ্রের বালির দড়ি বানিয়ে দাও।
28 এবং হাইকার তাকে বললেন, "হে আমার প্রভু মহারাজ, তাদের আদেশ দিন, যেন আমার ভাণ্ডার থেকে একটি দড়ি বের করে আনতে পারি, যাতে আমি তার মতো একটি করে দিতে পারি।'
29 তারপর হাইকার বাড়ির পিছনে গিয়ে সমুদ্রের রুক্ষ তীরে গর্তগুলিকে উদাস করে, এবং তার হাতে এক মুঠো বালি, সমুদ্রের বালি, এবং যখন সূর্য উঠল এবং গর্তে প্রবেশ করল, তখন সে ছড়িয়ে পড়ল। রৌদ্রে বালি যতক্ষণ না দড়ির মত বোনা হয়।
30 এবং হাইকার বললেন, 'আপনার দাসদেরকে এই দড়িগুলি নিতে আদেশ করুন, এবং যখনই আপনি এটি চান, আমি আপনাকে তাদের মতো কিছু বুনব।'
31 আর ফেরাউন বলল, 'হে হায়কার, আমাদের এখানে একটি কলের পাথর আছে এবং তা ভেঙে গেছে এবং আমি চাই তুমি তা সেলাই কর।'
32 তারপর হাইকার এটির দিকে তাকালেন এবং আরেকটি পাথর দেখতে পেলেন।
33 সে ফেরাউনকে বলল, হে আমার প্রভু! আমি একজন বিদেশী: এবং আমার সেলাইয়ের জন্য কোন সরঞ্জাম নেই।
34 কিন্তু আমি চাই তুমি তোমার বিশ্বস্ত জুতা প্রস্তুতকারীদের এই পাথর থেকে ঝাঁক কাটার আদেশ

দাও, যাতে আমি সেই জাতের পাথর সেলাই করতে পারি।'
35তখন ফেরাউন ও তার রাজকর্মচারীরা হেসে উঠল। এবং তিনি বললেন, 'ধন্য পরমেশ্বর ঈশ্বর, যিনি তোমাকে এই বুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়েছেন।'
36 এবং যখন ফেরাউন দেখলেন যে হাইকার তাকে পরাস্ত করেছেন এবং তাকে তার উত্তর ফিরিয়ে দিয়েছেন, তখন তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং তাদের তিন বছরের কর আদায় করতে এবং হাইকারের কাছে নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন।
37 এবং তিনি তার পোশাক খুলে ফেললেন এবং হাইকার, তার সৈন্য এবং তার চাকরদের উপর পরিয়ে দিলেন এবং তাকে তার ভ্রমণের খরচ দিলেন।
38 তিনি তাকে বললেন, 'হে তার প্রভুর শক্তি এবং তার ডাক্তারদের অহংকার, শান্তিতে যাও! আপনার মত কোন সুলতান আছে কি? তোমার প্রভু রাজা সেনাহেরীবকে আমার সালাম জানাও এবং তাকে বলো যে, আমরা তাকে কীভাবে উপহার পাঠিয়েছি, কারণ রাজারা অল্পতেই সন্তুষ্ট হন।'
39 অতঃপর হাইকার উঠে বাদশাহ ফেরাউনের হাতে চুম্বন করলেন এবং তাঁর সামনে মাটিতে চুম্বন করলেন এবং তাঁর ভাণ্ডারে তাঁর শক্তি ও স্থিতিশীলতা এবং প্রাচুর্য কামনা করলেন এবং তাঁকে বললেন, হে আমার প্রভু! আমি আপনার কাছে চাই যে আমাদের দেশের একজনও যেন মিশরে না থাকে।'
40 আর ফেরাউন উঠে মিশরের রাস্তায় ঘোষণা করার জন্য বার্তাবাহক পাঠালেন যে আসিরিয়ার বা নিনেভের লোকদের মধ্যে কেউ যেন মিশর দেশে না থাকে, কিন্তু তারা যেন হাইকারের সাথে যায়।
41 তারপর হাইকার গিয়ে রাজা ফেরাউনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসিরিয়া ও নিনেভের দেশ খুঁজতে যাত্রা করলেন; এবং তার কিছু ধন-সম্পদ ও প্রচুর সম্পদ ছিল।
42 এবং যখন খবর রাজা সেনাহেরিবের কাছে পৌঁছল যে হাইকার আসছেন, তখন তিনি তার সাথে দেখা করতে বেরিয়ে গেলেন এবং তাকে নিয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করলেন এবং তাকে বললেন, 'বাড়িতে স্বাগতম: হে আত্মীয়! আমার ভাই হাইকার, আমার রাজ্যের শক্তি এবং আমার রাজ্যের গর্ব।
43 তুমি আমার কাছ থেকে কি পেতে চাও, এমনকি যদি তুমি আমার রাজ্যের অর্ধেক এবং আমার সম্পত্তি চাও।'
44 তারপর হাইকার তাকে বললেন, 'হে আমার প্রভু মহারাজ, চিরকাল বেঁচে থাকুন! দয়া করুন, হে আমার প্রভু মহারাজ! আমার স্থলাভিষিক্ত আবু সামিককে, কারণ আমার জীবন আল্লাহর হাতে এবং তাঁর হাতে।'
45তখন বাদশাহ সন্হেরীব বললেন, 'হে আমার প্রিয় হাইকার, তোমাকে সম্মান করুন! আমি আবু সামিকের স্টেশনকে আমার সমস্ত প্রিভি কাউন্সিলর এবং আমার প্রিয়জনের চেয়ে তরবারিধারী করে তুলব।'
46 তারপর রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন যে তিনি প্রথম আগমন থেকে ফেরাউনের সামনে থেকে সরে না আসা পর্যন্ত তার সাথে কীভাবে ছিলেন এবং কীভাবে তিনি তার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন এবং কীভাবে তিনি তার কাছ থেকে কর গ্রহণ করেছিলেন এবং পরিবর্তনগুলি পোশাক এবং উপহার.
47 আর সেনহেরিব রাজা মহা আনন্দে উল্লাসিত হয়ে হাইকারকে বললেন, 'তুমি এই সম্মানী থেকে যা পেতে চাও তা নাও, কারণ সবই তোমার হাতের মুঠোয়।'
48 এবং হাইকার মাঝ: 'রাজা চিরকাল বেঁচে থাকুক! আমি আমার প্রভু রাজার নিরাপত্তা এবং তাঁর মহানুভবতার ধারাবাহিকতা ছাড়া আর কিছুই চাই না।
49 হে আমার প্রভু! আমি সম্পদ এবং তার মত কি করতে পারি? কিন্তু যদি তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ কর, তবে আমাকে আমার বোনের ছেলে নাদান দাও, যাতে সে আমার প্রতি যা করেছে তার জন্য আমি তাকে প্রতিদান দিতে পারি এবং তার রক্ত আমাকে দিতে পারি এবং এর জন্য আমাকে নির্দোষ রাখতে পারি।'
50 রাজা সন্হেরীব বললেন, 'ওকে নাও, আমি তোমাকে দিয়েছি।' এবং হাইকার তার বোনের ছেলে নাদানকে নিয়ে গিয়ে তার হাত লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে তার বাসস্থানে নিয়ে গেল এবং তার পায়ে একটি ভারী বেড়ি বেঁধে শক্ত গিঁট দিয়ে বেঁধে দিল এবং তাকে এভাবে বেঁধে ফেলে দিল। অবসর নেওয়ার জায়গার পাশে একটি অন্ধকার ঘরে, এবং নেবু-হালকে প্রতিদিন একটি রুটি এবং সামান্য জল দেওয়ার জন্য তার উপর প্রহরী নিযুক্ত করে।

অধ্যায় 7

অহিকারের দৃষ্টান্ত যেখানে তিনি তার ভাগ্নেদের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। স্ট্রাইকিং similes. অহিকার ছেলেটিকে সুরম্য নামে ডাকে। অহিকার গল্প এখানেই শেষ।
1 এবং যখনই হাইকার ভিতরে বা বাইরে যেতেন তিনি তার বোনের ছেলে নাদানকে তিরস্কার করতেন, তাকে বুদ্ধিমানের সাথে বলেছিলেন:
2 'হে নাদান, আমার বালক! আমি তোমার প্রতি যা কিছু ভালো ও সদয় করেছি এবং তুমি আমাকে এর জন্য কুৎসিত-মন্দ এবং হত্যার প্রতিদান দিয়েছ।
3 'হে বৎস! প্রবাদে বলা হয়েছে: যে কান দিয়ে শোনে না, তারা তাকে গলায় ঘা দিয়ে শোনাবে।'
4 নাদান বলল, 'কিসের জন্য তুমি আমার প্রতি রাগ করেছ?'
5 এবং হাইকার তাকে বললেন, 'কারণ আমি তোমাকে লালন-পালন করেছি, তোমাকে শিক্ষা দিয়েছি, সম্মান ও সম্মান দিয়েছি এবং তোমাকে মহান করেছি এবং তোমাকে সর্বোত্তম বংশবৃদ্ধি দিয়ে লালন-পালন করেছি এবং তোমাকে আমার জায়গায় বসিয়েছি যাতে তুমি আমার উত্তরাধিকারী হতে পার। পৃথিবীতে, এবং আপনি আমার সাথে হত্যার আচরণ করেছেন এবং আমার ধ্বংসের বিনিময় দিয়েছিলেন।
6 কিন্তু সদাপ্রভু জানতেন যে আমার উপর অন্যায় করা হয়েছিল, এবং তিনি আমাকে সেই জিনিসপত্র থেকে রক্ষা করেছিলেন যা তুমি আমার জন্য রেখেছিলে, কারণ

প্রভু ভগ্ন হৃদয়কে সুস্থ করেন এবং ঈর্ষান্বিত ও অহংকারীদের বাধা দেন।
7 হে আমার বালক! তুমি আমার কাছে সেই বিচ্ছুর মত হয়েছ যে পিতলের গায়ে আঘাত করলে বিদ্ধ করে।
8 হে আমার বালক! তুমি সেই হরিণের মতো যে পাগলের শিকড় খাচ্ছিল, এবং এটি আমাকে আজ এবং আগামীকাল যোগ করবে তারা আমার শিকড়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখবে।"
9হে আমার বালক! আপনি যে তার সহকর্মীকে শীতের ঠান্ডা সময়ে উলঙ্গ দেখেছেন; এবং তিনি ঠান্ডা জল নিয়ে তার উপর ঢেলে দিলেন৷
10 হে আমার বালক! তুমি আমার কাছে সেই লোকের মত হয়েছ যে একটি পাথর নিয়েছিল এবং তার প্রভুকে পাথর মেরে তা দিয়ে স্বর্গে নিক্ষেপ করেছিল। এবং পাথর আঘাত করেনি, এবং যথেষ্ট উঁচুতে পৌঁছায়নি, তবে এটি অপরাধ ও পাপের কারণ হয়ে উঠেছে।
11 হে আমার বালক! আপনি যদি আমাকে সম্মান করতেন এবং আমাকে সম্মান করতেন এবং আমার কথা শুনতেন তবে আপনি আমার উত্তরাধিকারী হতেন এবং আমার রাজত্বের উপর রাজত্ব করতেন।
12 হে বৎস! আপনি জানেন যে কুকুর বা শূকরের লেজ যদি দশ হাত লম্বা হয় তবে তা রেশমের মতো হলেও ঘোড়ার মূল্যের কাছে যেতে পারে না।
13 হে আমার বালক! আমি ভেবেছিলাম যে আমার মৃত্যুতে আপনি আমার উত্তরাধিকারী হবেন; এবং তুমি তোমার হিংসা ও অহংকার দ্বারা আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলে। কিন্তু সদাপ্রভু আমাকে তোমার ধূর্ততা থেকে রক্ষা করেছেন।
14 হে বৎস! তুমি আমার কাছে সেই ফাঁদের মত হয়েছ যেটা গোবরের উপরে রাখা হয়েছিল, আর সেখানে একটা চড়ুই এসে ফাঁদটা দেখতে পেল। এবং চড়ুই ফাঁদকে বলল, "তুমি এখানে কি করছ?" ফাঁদ বলল, আমি এখানে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি।
15 আর লার্কটিও জিজ্ঞাসা করল, "তুমি যে কাঠের টুকরোটি ধরেছ তা কি?" ফাঁদ বলল, "ওটা একটা কচি ওক-গাছ যার উপর আমি নামাজের সময় হেলান দিয়ে থাকি।"
16 লার্ক বলল, "এবং তোমার মুখে কি জিনিস আছে?" ফাঁদ বলল: "এটি হল রুটি এবং খাবার যা আমি আমার কাছে আসা সমস্ত ক্ষুধার্ত এবং দরিদ্রদের জন্য বহন করি।"
17 লার্ক বলল, "এখন আমি কি সামনে এসে খেতে পারি, কারণ আমার ক্ষুধার্ত?" আর ফাঁদ তাকে বললো, সামনে এসো। এবং লার্ক কাছে এসেছিল যে এটি খেতে পারে।
18 কিন্তু ফাঁদটা ফুটে উঠল এবং লার্কটিকে তার গলায় ধরে ফেলল।
19 এবং লার্কটি উত্তর দিয়ে ফাঁদটিকে বলল, "এটি যদি ক্ষুধার্তদের জন্য তোমার রুটি হয় তবে ঈশ্বর তোমার দান এবং তোমার সদয় কাজ গ্রহণ করবেন না৷
20 আর যদি তা হয় তোমার উপবাস এবং তোমার প্রার্থনা, তবে ঈশ্বর তোমার উপবাস বা প্রার্থনা কবুল করেন না, এবং ঈশ্বর তোমার জন্য যা ভালো তা পরিপূর্ণ করবেন না।"
21 হে আমার বালক! তুমি আমার কাছে এমন এক সিংহ হয়েছ যে একটি গাধার সাথে বন্ধুত্ব করেছিল, এবং গাধাটি কিছু সময়ের জন্য সিংহের সামনে হাঁটতে থাকে; এবং একদিন সিংহটি গাধার উপর ছিটকে পড়ল এবং তা খেয়ে ফেলল।
22 হে আমার বালক! তুমি আমার কাছে গমের পুঁচকে যেমন ছিলে, কেননা তা কোনো কিছুরই উপকার করে না, কিন্তু গমকে নষ্ট করে এবং তা ছিঁড়ে ফেলে।
23 হে আমার বালক! তুমি সেই লোকের মত হয়েছ যে দশ মণ গম বপন করেছিল, এবং যখন ফসল কাটার সময় হয়েছিল, তখন সে উঠে তা কাটল, এবং তা কুড়িয়েছিল এবং মাড়াই করেছিল, এবং তার উপর সর্বোচ্চ পরিশ্রম করেছিল, এবং তা দশটি হয়েছিল। পরিমাপ করে, এবং এর মালিক তাকে বললেন: "ওরে অলস! তুমি বড় হও নি এবং সঙ্কুচিতও হওনি।"
24 হে আমার বালক! তুমি আমার কাছে সেই তিরতির মত যা জালে ফেলা হয়েছিল, এবং সে নিজেকে বাঁচাতে পারল না, কিন্তু সে তিরত্রিকে ডেকেছিল, যেন সে তাদের নিজের সাথে জালে ফেলে দেয়।
25 হে বৎস! তুমি আমার কাছে সেই কুকুরের মত হয়েছ যেটা ঠাণ্ডা ছিল এবং সে কুমোরের ঘরে গরম করতে গিয়েছিল।
26 এবং যখন তা গরম হয়ে গেল, তখন এটি তাদের দিকে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল, এবং তারা এটিকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে মারল, যাতে এটি তাদের কামড়াতে না পারে।
27 হে বৎস! তুমি আমার কাছে সেই শূকরের মত হয়েছ যে উন্নতমানের লোকদের সাথে গরম স্নানের মধ্যে গিয়েছিল, এবং যখন সে গরম স্নান থেকে বেরিয়ে আসে, তখন সে একটি নোংরা গর্ত দেখতে পেল এবং সে নীচে নেমে গেল এবং তাতে ডুবে গেল।
28 হে বৎস! তুমি আমার কাছে সেই ছাগলের মত হয়েছ যে কুরবানীর পথে তার সহযোদ্ধাদের সাথে যোগ দিয়েছিল, এবং সে নিজেকে বাঁচাতে পারেনি।
29 হে আমার বালক! যে কুকুরকে তার শিকার থেকে খাওয়ানো হয় না তা মাছির খাদ্যে পরিণত হয়।
30 হে বৎস! যে হাত শ্রম ও লাঙ্গল করে না এবং (যা) লোভী ও ধূর্ত তার কাঁধ থেকে কেটে ফেলা হবে।
31 হে বৎস! যে চোখে আলো দেখা যায় না, কাকগুলো তা তুলে নিয়ে বের করে দেবে।
32 হে আমার বালক! তুমি আমার কাছে সেই গাছের মত হয়েছ যার ডাল তারা কাটছিল, এবং এটি তাদের বলেছিল, "আমার কিছু যদি তোমাদের হাতে না থাকত, তবে তোমরা আমাকে কাটতে পারবে না।"
33 হে আমার বালক! তুমি সেই বিড়ালের মত যাকে তারা বলেছিল: "আমরা তোমার জন্য সোনার শিকল তৈরি না করা পর্যন্ত এবং চিনি এবং বাদাম দিয়ে তোমাকে খাওয়ানো পর্যন্ত চুরি করা ছেড়ে দাও।"
34 এবং তিনি বললেন, "আমি আমার পিতা ও আমার মায়ের নৈপুণ্যের কথা ভুলে যাই না।"

35 হে বৎস! তুমি সেই সাপের মত হয়েছ যেটি কাঁটাঝোপের উপর চড়েছিল যখন সে একটি নদীর মাঝে ছিল, এবং একটি নেকড়ে তাদের দেখে বলেছিল, "দুষ্টতার উপর দুষ্টু, এবং যে তাদের চেয়ে বেশি দুষ্টু সে তাদের উভয়কে নির্দেশ করুক।"
36 আর সাপ নেকড়েকে বলল, "তোমার সারাজীবন যে মেষশাবক, ছাগল ও ভেড়া খেয়েছ, তুমি কি তাদের তাদের পিতা-মাতার কাছে ফিরিয়ে দেবে নাকি না?"
37 নেকড়ে বলল, "না।" এবং সাপ তাকে বলল, "আমি মনে করি যে আপনি আমার পরে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ।"
38 হে আমার বালক! আমি তোমাকে ভালো খাবার দিয়েছি কিন্তু তুমি আমাকে শুকনো রুটি খাওয়াওনি।
39 হে আমার বালক! আমি তোমাকে চিনিযুক্ত জল দিয়েছিলাম। পান করুন এবং ভাল শরবত পান করুন, এবং আপনি আমাকে পান করার জন্য কূপের জল দেননি।
40 হে আমার বালক! আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছি, লালন-পালন করেছি এবং তুমি আমার জন্য লুকানোর জায়গা খুঁড়ে আমাকে লুকিয়ে রেখেছ।
41 হে আমার বালক! আমি তোমাকে সর্বোত্তম লালন-পালন করে লালন-পালন করেছি এবং লম্বা এরস গাছের মতো প্রশিক্ষণ দিয়েছি; আর তুমি আমাকে বাঁকিয়ে বাঁকিয়েছ।
42 হে আমার বালক! তোমার সম্বন্ধে আমার আশা ছিল যে তুমি আমার জন্য একটি সুগঠিত প্রাসাদ নির্মাণ করবে, যাতে আমি তাতে আমার শত্রুদের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে পারি এবং তুমি আমার কাছে পৃথিবীর গভীরে সমাধিস্থের মতো হয়েছ; কিন্তু সদাপ্রভু আমার প্রতি করুণা করলেন এবং তোমার চালাকি থেকে আমাকে উদ্ধার করলেন।
43 হে আমার বালক! আমি তোমার মঙ্গল কামনা করেছিলাম, এবং তুমি আমাকে মন্দ ও ঘৃণার সাথে পুরস্কৃত করেছ, এবং এখন আমি অজ্ঞান হয়ে তোমার চোখ ছিঁড়ে ফেলব, এবং তোমাকে কুকুরের জন্য খাবার তৈরি করব, এবং তোমার জিভ কেটে ফেলব, এবং তরবারির ধার দিয়ে তোমার মাথা খুলে ফেলব, এবং তোমার জঘন্য কাজের জন্য তোমাকে প্রতিদান দাও।'
44 আর নাদান যখন তার চাচা হাইকারের কাছ থেকে এই বক্তৃতা শুনলেন, তখন তিনি বললেন, হে চাচা! আমার সাথে আপনার জ্ঞান অনুসারে ব্যবহার করুন এবং আমার পাপ ক্ষমা করুন, কেননা কে আছে যে আমার মত পাপ করেছে, বা আপনার মত ক্ষমাকারী কে আছে?
45 হে আমার চাচা, আমাকে গ্রহণ করুন! এখন আমি তোমার গৃহে পরিচর্যা করব, তোমার ঘোড়াগুলিকে সাজাব, তোমার গবাদি পশুর গোবর ঝাড়ব এবং তোমার মেষদের চরাব, কারণ আমি দুষ্ট এবং তুমিই ধার্মিক: আমি অপরাধী এবং তুমি ক্ষমাশীল।'
46 আর হাইকার তাকে বললেন, হে আমার বালক! তুমি সেই গাছের মত যেটা জলের ধারে ফলহীন ছিল, আর তার মালিক তাকে কেটে ফেলতে উদাসীন ছিল, এবং সে তাকে বলেছিল, "আমাকে অন্য জায়গায় সরিয়ে দাও, এবং যদি আমি ফল না ধরি তবে আমাকে কেটে ফেলো।"
47 এবং এর মালিক তাকে বললেন, "তুমি জলের ধারে থেকেও ফল ধরে নি, তুমি অন্য জায়গায় থাকলে কিভাবে ফল ধরবে?"
48 হে আমার বালক! ঈগলের বার্ধক্য কাকের যৌবনের চেয়ে উত্তম।
49 হে আমার বালক! তারা নেকড়েকে বলল, "ভেড়া থেকে দূরে থেকো, পাছে তাদের ধুলো তোমার ক্ষতি না করে।" এবং নেকড়ে বলল, "ভেড়ার দুধের ড্রেগ আমার চোখের জন্য ভাল।"
50 হে আমার বালক! তারা নেকড়েটিকে স্কুলে যেতে বাধ্য করেছিল যাতে সে পড়তে শিখতে পারে এবং তারা তাকে বলেছিল, "ক, বি বল।" তিনি বললেন, "আমার ঘণ্টায় ভেড়া ও ছাগল"
51 হে আমার বালক! তারা গাধাটিকে টেবিলে রেখে দিল এবং সে পড়ে গেল, এবং নিজেকে ধুলায় গড়াগড়ি করতে লাগল এবং একজন বলল, "ওকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে দাও, কারণ এটি তার স্বভাব, সে বদলাবে না।
52 হে আমার বালক! প্রবাদটি নিশ্চিত করা হয়েছে যা চলে: "যদি আপনি একটি ছেলে জন্ম দেন তবে তাকে আপনার পুত্র বলুন এবং যদি আপনি একটি ছেলেকে লালনপালন করেন তবে তাকে আপনার দাস বলুন।"
53 হে আমার বালক! যে সৎকর্ম করে, সে ভালোর সাথেই মিলিত হয়। এবং যে মন্দ কাজ করে সে মন্দের সাথে মিলিত হবে, কারণ প্রভু একজন মানুষকে তার কাজের পরিমাপ অনুসারে প্রতিফল দেন৷
54 হে আমার বালক! এই কথাগুলো ছাড়া আমি তোমাকে আর কি বলব? কেননা প্রভু জানেন যা লুকানো আছে, এবং তিনি রহস্য ও গোপন বিষয়ের সাথে পরিচিত।
55 এবং তিনি তোমাকে প্রতিফল দেবেন এবং আমার ও তোমার মধ্যে বিচার করবেন এবং তোমার মরুভূমি অনুসারে তোমাকে প্রতিদান দেবেন।',
56 এবং যখন নাদান তার চাচা হাইকারের কাছ থেকে সেই বক্তৃতা শুনলেন, তখন তিনি অবিলম্বে ফুলে উঠলেন এবং ব্লাডারের মতো হয়ে গেলেন।
57 এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফুলে উঠল এবং তার পা, পা এবং তার পাশ ছিঁড়ে গেল এবং তার পেট ফেটে গেল এবং তার অন্ত্রগুলি ছড়িয়ে পড়ল এবং সে মারা গেল এবং মারা গেল।
58 এবং তার শেষ পরিণতি ছিল ধ্বংস, এবং তিনি নরকে গিয়েছিলেন। কারণ যে তার ভাইয়ের জন্য গর্ত খনন করে সে তাতে পড়ে যাবে; এবং যে ফাঁদ স্থাপন করে সে তাদের মধ্যে ধরা পড়বে।
59 এটাই ঘটেছে এবং (যা) আমরা হাইকারের কাহিনী সম্পর্কে জানতে পেরেছি এবং চিরকাল ঈশ্বরের প্রশংসা হোক। আমিন, এবং শান্তি।
60 এই ঘটনাটি ঈশ্বরের সাহায্যে শেষ হয়েছে, তিনি উন্নীত হোক! আমীন, আমীন, আমীন।